

সূরা ৩৬ : ইয়াসীন, মাক্কী

৩৬ - سورة يس، مَكِّيَّة

(আয়াত ৮৩, রুকু ৫)

(آيَاتُهَا : ৮৩ رُكُوعَاتُهَا : ৫)

‘সূরা ইয়াসীন’ এর মর্যাদা

হাফিয আবু ইয়া'লা (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি রাতে সূরা ইয়াসীন পাঠ করে, তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং যে সূরা দুখান পাঠ করে, তাকেও ক্ষমা করে দেয়া হয়। (মুসনাদ আবু ইয়া'লা ১১/৯৩) এর বর্ণনাধারা সহীহ।

ইবন হিব্বান (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেন, যুন্দুব ইবন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে রাতে সূরা ইয়াসীন পাঠ করে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। (ইবন হিব্বান ৪/১২১)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (গুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
১। ইয়া সীন।	۱. يَسَّ
২। শপথ জ্ঞানগর্ভ কুরআনের।	۲. وَالْقُرْءَانِ الْحَكِيمِ
৩। তুমি অবশ্যই রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত।	۳. إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ
৪। তুমি সরল পথে প্রতিষ্ঠিত।	۴. عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
৫। কুরআন অবতীর্ণ পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহর নিকট হতে।	۵. تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ

৬। যাতে তুমি সতর্ক করতে পার এমন এক জাতিকে যাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে সতর্ক করা হয়নি, যার ফলে তারা গাফিল।	٦. لَتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ ءَابَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ
৭। তাদের অধিকাংশের জন্য সেই বাণী অবধারিত হয়েছে; সুতরাং তারা ঈমান আনবেনা।	٧. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

সতর্ককারী হিসাবে রাসূল পাঠানো হয়েছে

حُرُوفٌ مُّقْطَعَاتٌ বা বিচ্ছিন্ন ও কতিত শব্দগুলি যা সূরাসমূহের শুরুতে এসে থাকে, যেমন এখানে یَس এসেছে, এগুলির পূর্ণ বর্ণনা আমরা সূরা বাকারাহর শুরুতে দিয়ে এসেছি। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَالْقُرْآنَ الْحَكِيمَ শপথ জ্ঞানগর্ভ কুরআনের, যার সম্মুখ দিয়ে অথবা পিছন দিয়ে বাতিল আসতে পারেনা। এরপর তিনি বলেন :

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ হে মুহাম্মাদ! নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহর সত্য রাসূল। তুমি সরল সঠিক পথে রয়েছ। আর তুমি আছ পবিত্র দীনের উপর। তুমি যে সরল পথে রয়েছ তা হল দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর পথ। এই দীন অবতীর্ণ করেছেন তিনি যিনি মহা মর্যাদাবান এবং মু'মিনদের উপর বিশেষ দরদী। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন :

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ

তুমিতো প্রদর্শন কর শুধু সরল পথ, সেই আল্লাহর পথ যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার মালিক। জেনে রেখ, সকল বিষয়ের পরিণাম

আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তন করে। (সূরা শূরা, ৪২ : ৫২-৫৩)

لُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ যাতে তুমি সতর্ক করতে পার এমন এক জাতিকে যাদের পিতৃপুরুষদেরকে সতর্ক করা হয়নি, যার ফলে তারা গাফিল। শুধু তাদেরকে সম্বোধন করার অর্থ এই নয় যে, অন্যেরা এর থেকে পৃথক। যেমন কিছু লোককে সম্বোধন করণে জনসাধারণ তা হতে বাদ পড়ে যায়না। ইতোপূর্বে আমরা আয়াত ও মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা বর্ণনা করেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সারা দুনিয়ার জন্য পাঠানো হয়েছিল। যেমন এটা নিম্নের আয়াতের তাফসীরেও বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

قُلْ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

বল : হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি। (সূরা আ’রাফ, ৭ : ১৫৮) এরপর মহান আল্লাহ বলেন : তাদের অধিকাংশের জন্য সেই বাণী অর্থাৎ তাঁর শাস্তির বাণী অবধারিত হয়ে গেছে, সুতরাং তারা ঈমান আনবেনা। তারাতো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবিশ্বাস করতেই থাকবে। (তাবারী ২০/৪৯২)

৮। আমি তাদের গলদেশে চিবুক পর্যন্ত বেড়ি পরিয়েছি, ফলে তারা উর্ধ্বমুখী হয়ে গেছে।

۸. إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ

৯। আমি তাদের সম্মুখে প্রাচীর ও পশ্চাতে প্রাচীর স্থাপন করেছি এবং তাদেরকে আবৃত করেছি, ফলে তারা দেখতে পায়না।

۹. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ

<p>১০। তুমি তাদেরকে সতর্ক কর কিংবা না কর তাদের জন্য উভয়ই সমান; তারা ঈমান আনবেনা।</p>	<p>১০. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ</p>
<p>১১। তুমি শুধু তাদেরকেই সতর্ক করতে পার যারা উপদেশ মেনে চলে এবং না দেখে দয়াময় রাহমানকে ভয় করে। অতএব তুমি তাদেরকে ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের সংবাদ দাও।</p>	<p>১১. إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ ۖ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ</p>
<p>১২। আমিই মৃতকে করি জীবিত এবং লিখে রাখি যা তারা অগ্রে প্রেরণ করে এবং যা তারা পশ্চাতে রেখে যায়, আমি প্রত্যেক বিষয়কে স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি।</p>	<p>১২. إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَءَاثَرَهُمْ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ</p>

যাদের ব্যাপারে ধ্বংস সাব্যস্ত হয়েছে তাদের অবস্থা

আল্লাহ তা'আলা বলছেন : যাদের ব্যাপারে ধ্বংস অনিবার্য হয়ে গেছে সেই হতভাগাদের হিদায়াত পাওয়া খুবই কঠিন, এমনকি অসম্ভব। এরা তো ঐ লোকদের মত যাদের হাত ঘাড়ের সাথে বেঁধে দেয়া হয়েছে, আর যাদের হাত তাদের চিবুকের সাথে শক্ত করে লটকানো আছে। ফলে তাদের চিবুক উপরের দিকে উঠে রয়েছে।

غُلِّ শব্দের অর্থই হল দুই হাত ঘাড় পর্যন্ত তুলে নিয়ে ঘাড়ের সাথে বেঁধে

দেয়া। এ জন্যই ঘাড়ের উল্লেখ করা হয়েছে, আর হাতের কথা উল্লেখ করা হয়নি। ভাবার্থ হল : আমি তাদের হাত তাদের ঘাড়ের সাথে বেঁধে দিয়েছি, সেহেতু তারা কোন ভাল কাজের দিকে হাত বাড়াতে পারেনা। তাদের মাথা উঁচু এবং হাত তাদের মুখে, তারা সমস্ত ভাল কাজ করার ব্যাপারে শক্তিহীন। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে :

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ

তুমি বন্ধমুষ্টি হয়োনা এবং একেবারে মুক্ত হস্তও হয়োনা। (সূরা ইসরা, ১৭ : ২৯)

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا আমি তাদের সম্মুখে প্রাচীর ও পশ্চাতে প্রাচীর স্থাপন করেছি। মুজাহিদ (রহঃ) এ আয়াতের অর্থ করেছেন : তাদের মাথাকে উপরের দিকে তোলা হয়েছে এবং হাতকে মুখের উপর রাখা হয়েছে। ফলে তারা কোন ভাল আমল করতে সক্ষম হচ্ছেনা।

মুজাহিদ (রহঃ) وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا এর অর্থ করেছেন : তাদের এবং হকের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে তারা বিভ্রান্ত হচ্ছে। (তাবারী ২০/৪৯৫) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : তারা এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় ঝাপিয়ে পড়ে বিপথগামী হচ্ছে। (তাবারী ২০/৪৯৫)

فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ এর অর্থ হচ্ছে সত্যের পথ খুঁজে পাওয়া থেকে আমি তাদেরকে অন্ধ করে দিয়েছি। ফলে তারা হিদায়াতের পথে ভাল কিছু অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছেনা। ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) فَأَغْشَيْنَاهُمْ অর্থাৎ عَيْن দিয়ে পাঠ করতেন যার অর্থ হচ্ছে এক ধরণের চক্ষু রোগ।

আবদুর রাহমান ইব্ন যারিদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন : আল্লাহ সুবহানাহু তাদের মাঝে এবং ইসলাম ও ঈমানের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। ফলে তারা কখনও সেখানে পৌছতে পারবেনা। অতঃপর তিনি পাঠ করেন :

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَوْ جَاءَهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ

নিঃসন্দেহে যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়েছে, তারা কখনও

ঈমান আনবেনা, যদিও তাদের নিকট সমস্ত প্রমাণ পৌঁছে যায়, যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (সূরা ইউনুস, ১০ : ৯৬-৯৭) আল্লাহ তা'আলা যেখানে প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, কে এমন আছে যে ঐ প্রাচীর সরাতে পারে? (তাবারী ২০/৪৯৫)

ইকরিমাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, একবার অভিশপ্ত আবু জাহল বলেছিল : আমি যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখতে পাই তাহলে এই করব, সেই করব। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। লোকেরা তাকে বলত : এই যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম? কিন্তু সে তাঁকে দেখতেই পেতনা। সে জিজ্ঞেস করত : কোথায় সে? আমি যে তাঁকে দেখতে পাচ্ছি। (তাবারী ২০/৪৯৫)

تُؤْمِنُونَ لَا يُؤْمِنُونَ أُنْذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ تَارًا ঈমান আনবেনা। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন যে, তারা বিভ্রান্তিতে ডুবে থাকবে। তাই তাদেরকে যতই সতর্ক করা হোকনা কেন তা তাদের জন্য কোন সুফল বয়ে আনবেনা। সূরা বাকারাহর প্রথম দিকেও প্রায় অনুরূপ একটি আয়াতে (২ : ৬) তা ব্যক্ত করা হয়েছে। অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَوْ جَاءَهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ

নিঃসন্দেহে যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়েছে, তারা কখনও ঈমান আনবেনা, যদিও তাদের নিকট সমস্ত প্রমাণ পৌঁছে যায়, যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (সূরা ইউনুস, ১০ : ৯৬-৯৭) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ

তুমি শুধু তাদেরকেই সতর্ক করতে পার যারা উপদেশ মেনে চলে এবং না দেখে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে এবং এমন স্থানেও তাঁকে ভয় করে যেখানে দেখার কেহই নেই। তারা জানে যে, আল্লাহ তাদের অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তিনি তাদের আমলগুলি দেখতে রয়েছেন। সুতরাং হে নাবী! তুমি এ ধরনের লোকদেরকে পুরস্কারের সুসংবাদ দাও। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

নিশ্চয়ই যারা তাদের রাব্বকে না দেখেই ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার। (সূরা মুল্ক, ৬৭ : ১২) মহান আল্লাহ বলেন :

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ آمِيহি মৃতকে জীবিত করি। কিয়ামাতের দিন আমি নতুনভাবে তাদেরকে সৃষ্টি করতে সক্ষম। এতে এরই দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ সুবহানাহু মৃত অন্তরকেও জীবিত করতে পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি পথভ্রষ্টদেরকে পথ দেখাতে সক্ষম। অন্য স্থানে মৃত অন্তরগুলোর বর্ণনা দেয়ার পর কুরআনুল হাকীমে ঘোষিত হয়েছে :

أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَيُّ الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

জেনে রেখ, আল্লাহই ধরত্বীকে ওর মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। আমি নিদর্শনগুলি তোমাদের জন্য বিশদভাবে ব্যক্ত করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার। (সূর হাদীদ, ৫৭ : ১৭) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَنَكْتُبُ مَا قَدُمُوا আমি লিখে রাখি যা তারা অগ্রে প্রেরণ করে এবং যা পশ্চাতে রেখে যায়। অর্থাৎ তারা যা করেছে এবং যাদেরকে তারা রেখে এসেছে তা যদি ভাল হয় তাহলে পুরস্কার এবং খারাপ হলে শাস্তি রয়েছে। যেমন জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন বাজালী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি ইসলামে কোন ভাল নীতি চালু করে, সে তার প্রতিদান পাবে এবং তার পরে যারা ওর উপর আমল করবে তাদের আমলেরও প্রতিদান সে পাবে এবং এতে ঐ আমলকারীদের প্রতিদান কিছুই কম করা হবেনা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইসলামে কোন খারাপ নীতি চালু করে এ জন্য সে পাপী হবে এবং তার পরে যারা ওর উপর আমল করবে তাদের পাপের দায়ভারও তার উপর পড়বে এবং ঐ আমলকারীদের পাপ কিছুই কম করা হবেনা। (মুসলিম ২/৭০৪) একটি দীর্ঘ হাদীসে এর সাথেই মুযার গোত্রের উলের ছিন্নবস্ত্র পরিহিত লোকদের ঘটনাও রয়েছে এবং শেষে قَدُمُوا পাঠ করারও বর্ণনা রয়েছে। (মুসলিম ২/৭০৬)

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যখন ইব্ন আদম মারা যায় তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, শুধু তিনটি আমল বাকী থাকে। একটি হল ইলম যার

দ্বারা উপকার লাভ করা হয়, দ্বিতীয় হল সৎ সন্তান যে তার জন্য দু'আ করে এবং তৃতীয় হল সাদাকায়ে জারিয়া, যা তার পরেও বাকী থাকে। (মুসলিম ৩/১২৫৫)

সুফিয়ান শাউরী (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবু সাঈদ (রহঃ) বলেন যে, আমি মুজাহিদকে (রহঃ) **إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ** এই আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, পথভ্রষ্ট লোক তার পিছনে পথভ্রষ্টতা রেখে যায়।

ইব্ন আবী নাযিহ (রহঃ) প্রমুখ মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, **مَا قَدَّمُوا** এর অর্থ হচ্ছে ‘তাদের আমল’ এবং **وَآثَارَهُمْ** এর অর্থ হচ্ছে ‘তাদের পথচিহ্ন’। (তাবারী ২০/৪৯৭) হাসান (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : হে ইব্ন আদম! যদি আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা তোমার কোন কাজ হতে উদাসীন থাকতেন তাহলে বাতাস তোমার যে পদচিহ্নগুলি মিটিয়ে দেয় সেগুলি হতে তিনি উদাসীন থাকতেন। (তাবারী ২০/৪৯৯) আসলে তিনি তোমার কোন আমল হতেই গাফিল বা উদাসীন নন। তোমার যতগুলি পদক্ষেপ তাঁর আনুগত্যের কাজে অথবা বিরোধিতার মধ্যে পড়ে তা সবই তাঁর কাছে লিখিত হয়। তোমাদের মধ্যে যার পক্ষে সম্ভব সে যেন আল্লাহর আনুগত্যের দিকে পা বাড়ায়। এই অর্থের বহু হাদীস রয়েছে।

প্রথম হাদীস : যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মাসজিদে নববীর আশেপাশে কিছু জায়গা খালি ছিল। তখন বানু সালামাহ গোত্র তাদের মহল্লা হতে উঠে এসে মাসজিদের নিকটবর্তী জায়গায় বসবাস করার ইচ্ছা করে। এ খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছলে তিনি তাদেরকে বলেন : আমি জানতে পেরেছি যে, তোমরা মাসজিদের কাছাকাছি বাস করতে চাও এটা কি সত্য? তারা উত্তরে বলে : হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন : হে বানু সালামাহ! তোমরা তোমাদের বাড়ীতেই অবস্থান কর। তোমাদের পদক্ষেপ আল্লাহ তা‘আলার কাছে লিখিত হয়। এ কথা তিনি দুইবার বললেন (আহমাদ ৩/৩৩২, মুসলিম ১/৪৬২)

দ্বিতীয় হাদীস : আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : একটি লোক মাদীনায মারা যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জানাযার সালাত আদায় করেন। অতঃপর তিনি বলেন : হায়! সে যদি

নিজের জন্মস্থান ছাড়া অন্য কোন স্থানে মারা যেত তাহলে কতই না ভাল হত! তখন এক লোক জিজ্ঞেস করলেন : কেন? উত্তরে তিনি বললেন : যখন কোন মুসলিম তার জন্মস্থান থেকে দূরে কোথাও মারা যায় তখন তার জন্মস্থান থেকে ঐ স্থান পর্যন্ত স্থান মাপা হয় এবং সেই পরিমাণ দীর্ঘ জায়গা জান্নাতে তার স্থান লাভ হয়। (আহামদ ২/১৭৭, নাসাঈ ৪/৭, ইব্ন মাজাহ ১/৫১৫)

সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি সালাত আদায় করার জন্য আনাসের (রাঃ) সাথে চলতে থাকি। আমি লম্বা লম্বা পা ফেলে তাড়াতাড়ি চলতে থাকি। তখন তিনি আমার হাত ধরে নেন এবং তার সাথে ধীরে ধীরে হালকা হালকা পা ফেলে আমাকে নিয়ে চলতে থাকেন। আমরা সালাত আদায় শেষ করলে তিনি বলেন : আমি একদা যায়িদ ইব্ন সাবিতের (রাঃ) সাথে মাসজিদের দিকে চলছিলাম। আমি দ্রুত পদক্ষেপে চলছিলাম। তখন তিনি (যায়িদ) আমাকে বলেন : হে আনাস! তোমার কি এটা জানা নেই যে, এই পদক্ষেপগুলি লিখে নেয়া হচ্ছে? (তাবারী ২০/৪৯৮) এই উক্তিটি প্রথম উক্তির আরও বেশী পৃষ্ঠপোষকতা করছে। কেননা যখন পদচিহ্নকে পর্যন্ত লিখে নেয়া হয় তখন ওর সাথে জড়িত ভাল-মন্দকে কেন লিখে নেয়া হবেনা? এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। এরপর মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন :

وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ আমি প্রত্যেক জিনিস স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি। অর্থাৎ যা কিছু রয়েছে তা সবই অতি পরিস্কারভাবে লাউহে মাহফুযে রক্ষিত রয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২০/৪৯৯) আল্লাহ সুবহানাহ অন্যত্র বলেন :

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمْئِهِمْ

স্মরণ কর সেই দিনকে যখন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের নেতাসহ আহ্বান করব। (সূরা ইসরা, ১৭ : ৭১) অন্যত্র মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন :

وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَتْ بِالشَّهَادَةِ

আমলনামা পেশ করা হবে এবং নাবীদেরকে ও সাক্ষীদেরকে হাযির করা হবে। (সূরা যুমার, ৩৯ : ৬৯) অন্য এক স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْلَيْتَنَا

مَالٍ هَذَا أَلَكْتَبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا
عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلُمُ رَبُّكَ أَحَدًا

এবং সেদিন উপস্থিত করা হবে ‘আমলনামা এবং তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে আতংকগ্রস্ত এবং তারা বলবে : হায়! দুর্ভোগ আমাদের! এটা কেমন গ্রন্থ! ওটাতো ছোট-বড় কিছুই বাদ দেয়নি, বরং ওটা সমস্ত হিসাব রেখেছে। তারা তাদের কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাবে; তোমার রাব্ব কারও প্রতি যুল্ম করেননা। (সূরা কাহফ, ১৮ : ৪৯)

<p>১৩। তাদের নিকট উপস্থিত কর এক জনপদের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত; তাদের নিকটতো এসেছিল রাসূলগণ।</p>	<p>১৩. وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ</p>
<p>১৪। যখন আমি তাদের নিকট পাঠিয়েছিলাম দু'জন রাসূল, কিন্তু তারা তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলল; তখন আমি তাদেরকে শক্তিশালী করেছিলাম তৃতীয় একজন দ্বারা এবং তারা বলেছিল : আমরাতো তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি।</p>	<p>১৪. إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ</p>
<p>১৫। তারা বলল : তোমরাতো আমাদের মত মানুষ, দয়াময় কিছুই অবতীর্ণ করেননি, তোমরা শুধু মিথ্যাই বলছ।</p>	<p>১৫. قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ</p>

إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ আমরা আল্লাহর প্রেরিত যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের মাধ্যমে তোমাদেরকে হুকুম করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া আর কারও ইবাদাত করবেনা এবং তাঁর সাথে শরীক করবেনা।

কাতাদাহ ইবন দাআমাহর (রহঃ) ধারণা এই যে, এই তিনজন ধার্মিক ব্যক্তি ঈসা (আঃ) কর্তৃক এন্টিওকবাসীদের কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন।

إِثْمًا أَتَمْتُمْ إِلَّا بِشِرٍّ مِّثْلَنَا ঐ গ্রামের লোকগুলো তাঁদেরকে বলল : তোমরাতো আমাদের মতই মানুষ। তাহলে এমন কি কারণ থাকতে পারে যে, তোমাদের কাছে আল্লাহর অহী আসবে আর আমাদের কাছে আসবেনা? তোমরা যদি রাসূল হতে তাহলে তোমরা মালাক/ফেরেশতা হতে। অধিকাংশ কাফিরই নিজ নিজ যুগের রাসূলদের সামনে এই সন্দেহই পেশ করেছিল। যেমন মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন :

ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا

তা এ জন্য যে, তাদের নিকট যখন তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শনসহ আসতো তখন তারা বলত : মানুষই কি আমাদের পথের সন্ধান দিবে? (সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ৬) অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قَالُوا إِنِ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانِ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَآتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ

তারা বলত : তোমরাতো আমাদের মতই মানুষ; আমাদের পিতৃ পুরুষগণ যাদের ইবাদাত করত তোমরা তাদের ইবাদাত হতে আমাদেরকে বিরত রাখতে চাও; অতএব তোমরা আমাদের কাছে কোন অকাটা প্রমাণ উপস্থিত কর। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ১০) অন্যত্র আছে :

وَلَيْنَ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَسِرُونَ

যদি তোমরা তোমাদেরই মত একজন মানুষের আনুগত্য কর তাহলে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (সূরা মু'মিনুন, ২৩ : ৩৪) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন :

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ

اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا

‘আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন?’ তাদের এই উজ্জ্বল বিশ্বাস স্থাপন হতে লোকদেরকে বিরত রাখে, যখন তাদের নিকট আসে পথ নির্দেশ। (সূরা ইসরা, ১৭ : ৯৪)

قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنَّا أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ. قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ (তারা বলল : তোমরাতো আমাদের মত মানুষ, দয়াময় কিছুই অবতীর্ণ করেননি, তোমরা শুধু মিথ্যাই বলছ। তারা বলল : আমাদের রাব্ব জানেন যে, আমরা অবশ্যই তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি) এ কথা ঐ লোকগুলো তিনজন নাবীকে (আঃ) বলেছিল। নাবীগণ উত্তরে বলেছিলেন : আল্লাহ খুব ভাল জানেন যে, আমরা তাঁর সত্য রাসূল। যদি আমরা মিথ্যাবাদী হতাম তাহলে আল্লাহ তা‘আলা অবশ্যই আমাদেরকে মিথ্যা বলার জন্য শাস্তি দিতেন। কিন্তু তোমরা দেখতে পাবে যে, তিনি আমাদের সাহায্য করবেন এবং আমাদেরকে সম্মানিত করবেন। ঐ সময় তোমাদের কাছে এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হবে যে, পরিণাম হিসাবে কে ভাল! যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۖ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

বল : আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে তা তিনি অবগত। যারা বাতিলকে বিশ্বাস করে ও আল্লাহকে অস্বীকার করে তারাইতো ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা আনকাবূত, ২৯ : ৫২) নাবীগণ বললেন :

إِنَّا إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ وَإِنَّا إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ وَإِنَّا إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ (আমরাই তোমাদের ফিরে আসার স্থান, আমরাই তোমাদের ফিরে আসার স্থান, আমরাই তোমাদের ফিরে আসার স্থান) দায়িত্ব। মেনে নিলে দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদেরই লাভ, আর না মানলে তোমাদেরকেই এ জন্য অনুতাপ করতে হবে। আমাদের কোন ক্ষতি নেই। কাল কিয়ামাত দিবসে তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হবে।

<p>১৮। তারা বলল : আমরা তোমাদেরকে অমঙ্গলের কারণ মনে করি। যদি তোমরা বিরত না হও তাহলে তোমাদেরকে অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে হত্যা করব এবং আমাদের পক্ষ হতে তোমাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবশ্যই আপতিত হবে।</p>	<p>۱۸. قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ</p>
<p>১৯। তারা বলল : তোমাদের অমঙ্গল তোমাদেরই সাথে, এটা কি এ জন্য যে, আমরা তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি? বস্তুতঃ তোমরা এক সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়।</p>	<p>۱۹. قَالُوا طَيَّرَكُم مَّعَكُمْ ۖ أَلِئِنْ ذُكِّرْتُمْ ۖ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ</p>

ঐ গ্রামবাসীরা রাসূলদেরকে বলল : إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ তোমাদের আগমনে আমরা বারাকাত ও কল্যাণ লাভ করিনি, বরং আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, তারা বলত : আমাদের উপর যে সমস্ত দৈব-দুর্বিপাক পতিত হচ্ছে তা তোমাদের উপস্থিতির কারণেই হচ্ছে। (তাবারী ২০/৫০২) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, তারা বলত : তোমাদের মত এমন লোকেরা যে শহরেই উপস্থিত হয় সেখানেই আল্লাহর আযাব পতিত হয়।

لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ জেনে রেখ যে, তোমরা যদি তোমাদের এ কাজ হতে বিরত না হও, বরং এসব কথাই বলতে থাক তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করব এবং আমাদের পক্ষ হতে তোমাদের উপর বেদনাদায়ক শাস্তি আপতিত হবে। রাসূলগণ উত্তরে বললেন :

طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ তোমাদের অমঙ্গল তোমাদেরই সাথে। তোমাদের কাজই খারাপ, তোমাদের উপর বিপদ আপতিত হওয়ার এটাই কারণ হবে।

এ কথাই ফির'আউন ও তার লোকেরা মূসা (আঃ) ও তাঁর কাওমের মু'মিনদেরকে বলেছিল :

فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ ۖ وَإِنْ تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا
بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَّعَهُ ۖ أَلَا إِنَّمَا طَّيَّرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

যখন তাদের সুখ, শান্তি ও কল্যাণ হত তখন তারা বলত : এটা আমাদের প্রাপ্য, আর যদি তাদের দুঃখ দৈন্য ও বিপদ আপদ হত তখন তারা ওটাকে মূসা ও তার সঙ্গী সাথীদের মন্দ ভাগ্যের কারণ রূপে নিরূপণ করত। তোমরা জেনে রেখ যে, তাদের অকল্যাণ আল্লাহরই নিয়ন্ত্রণাধীন। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৩১) অর্থাৎ তাদের বিপদাপদের কারণ তাদের খারাপ আমল, যার শাস্তি আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের উপর আপতিত হচ্ছে।

সালিহর (আঃ) কাওমও তাঁকে এ কথাই বলেছিল এবং তিনিও এ জবাবই দিয়েছিলেন :

أَطَّيَّرْنَا بِكَ وَيَمْنُ مَعَكَ ۚ قَالَ طَّيَّرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

তারা বলল : তোমাকে ও তোমার সঙ্গে যারা আছে তাদেরকে আমরা অমঙ্গলের কারণ মনে করি। সালিহ বলল : তোমাদের শুভাশুভ আল্লাহর এখতিয়ারে। (সূরা নামল, ২৭ : ৪৭) স্বয়ং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও এ কথাই বলা হয়েছিল। যেমন মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

وَإِنْ تُصِيبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَإِنْ تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ
يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا
يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

এবং যদি তাদের উপর কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হয় তাহলে তারা বলে : এটা আল্লাহর নিকট হতে এবং যদি তাদের প্রতি অমঙ্গল নিপতিত হয় তাহলে বলে যে, এটা তোমার নিকট হতে হয়েছে। তুমি বল : সমস্তই আল্লাহর নিকট হতে হয়; অতএব ঐ সম্প্রদায়ের কি হয়েছে যে, তারা কোন কথা বুঝতে চেষ্টা করেনা! (সূরা নিসা, ৪ : ৭৮) নাবীগণ তাদেরকে বললেন :

أَنْزِلْنَا ذُرِّيَّتَكَ بِإِذْنِنَا ۖ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করছি? তোমাদেরকে আল্লাহর একাত্মবাদের দিকে আহ্বান করছি? তোমরা আমাদেরকে তোমাদের অমঙ্গলের কারণ মনে করলে এবং আমাদেরকে ভয় দেখালে! আর তোমরা আমাদের সাথে মুকাবিলা করতে প্রস্তুত হয়ে গেলে! প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তোমরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। কাতাদাহ (রহঃ) ব্যাখ্যা করেছেন : দেখ, আমরা তোমাদের মঙ্গল কামনা করছি, আর তোমরা আমাদের অমঙ্গল কামনা করছ। এটা কি ইনসাফের কাজ হচ্ছে? বড়ই আফসোসের বিষয় যে, তোমরা সীমালংঘন করেছ এবং ইনসাফ হতে বহু দূরে সরে পড়েছ! (তাবারী ২০/৫০৪)

<p>২০। নগরীর প্রান্ত হতে এক ব্যক্তি ছুটে এলো, সে বলল : হে আমার সম্প্রদায়! রাসূলদের অনুসরণ কর।</p>	<p>۲۰. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقُومِ آتِبُوعَا الْمُرْسَلِينَ</p>
<p>২১। অনুসরণ কর তাদের যারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চায়না এবং তারা সং পথপ্রাপ্ত।</p>	<p>۲۱. آتِبُوعَا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُّهْتَدُونَ</p>

ইব্ন ইসহাক (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), কা'ব আল আহ্বার (রহঃ) এবং অহাব ইব্ন মুনাবিহ (রহঃ) থেকে জানতে পেরেছেন যে, ঐ গ্রামবাসীরা শেষ পর্যন্ত ঐ নাবীদেরকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। একজন মুসলিম ছিল যে ঐ গ্রামেরই শেষ প্রান্তে বসবাস করত। তার নাম ছিল হাবীব, তিনি রেশমের কাজ করতেন এবং তিনি একজন কুষ্ঠরোগী ছিলেন। তিনি ছিলেন খুব দানশীল। তিনি যা উপার্জন করতেন তার অর্ধেক আল্লাহর পথে দান করতেন। তার হৃদয় ছিল খুবই কোমল এবং স্বভাব ছিল খুবই উত্তম। তিনি তার কাওমের লোকদের আক্রমণ থেকে তাদেরকে সাহায্য করার জন্য দৌড়াতে দৌড়াতে চলে এলেন। শাবিব ইব্ন বিশর (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ) হতে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ঐ লোকটির নাম ছিল হাবীব আন নাজ্জার এবং তিনি তার লোকদের হাতে নিহত হন। আল্লাহ তার প্রতি রাহমাত নাযিল করুন! তিনি এসে

তার কাওমকে বুঝাতে লাগলেন। তিনি তাদেরকে বললেন :

اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ তোমরা এই রাসূলদের অনুসরণ কর। তাঁদের কথা মেনে চল। اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا তাঁরা নিজেদের উপকারের জন্য কোন কাজ করছেননা। তাঁরা যে তোমাদের কাছে আল্লাহ তা'আলার বাণী পৌঁছে দিচ্ছেন এ জন্য তোমাদের কাছে তাঁরা কোন বিনিময় প্রার্থনা করছেননা। আন্তরিকতার সাথে তাঁরা তোমাদেরকে আল্লাহর একাত্মবাদের দিকে আহ্বান করছেন! তোমাদেরকে তাঁরা সঠিক ও সরল পথ প্রদর্শন করছেন! সুতরাং তোমাদের উচিত, অবশ্যই তাঁদের আহ্বানে সাড়া দেয়া ও তাঁদের আনুগত্য করা।

দ্বাবিংশতিতম পারা সমাপ্ত।

<p>২২। আমার কি যুক্তি আছে যে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁর নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে আমি তাঁর ইবাদাত করবনা?</p>	<p>۲۲. وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ</p>
<p>২৩। আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্য মা'বুদ গ্রহণ করব? দয়াময় (আল্লাহ) আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইলে তাদের সুপারিশ আমার কোন কাজে আসবেনা এবং তারা আমাকে উদ্ধারও করতে পারবেনা।</p>	<p>۲۳. أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ</p>
<p>২৪। এরূপ করলে আমি অবশ্যই স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পতিত হব।</p>	<p>۲۴. إِنِّي إِذَا لَفِيَ ضَلَالٍ مُّبِينٍ</p>
<p>২৫। আমিতো তোমাদের রবের উপর ঈমান এনেছি,</p>	<p>۲۵. إِنِّي ءَامَنْتُ بِرَبِّكُمْ</p>

অতএব তোমরা আমার কথা
শোন।

فَاسْمَعُونَ

অতএব যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর সাথে অন্য কেহকে শরীক না করে একনিষ্ঠভাবে শুধু তাঁরই ইবাদাত করার ব্যাপারে কে আমাকে বাধা দিতে পারে? আর পরিশেষে আমাদের সকলকেই কিয়ামাত দিবসে তাঁর নিকট উপস্থিত করা হবে, যেদিন সকলের আমলের হিসাব-নিকাশ নেয়া হবে। উত্তম আমলের জন্য উত্তম প্রতিদান এবং খারাপ আমলকারীর জন্য প্রস্তুত থাকবে দহন জ্বালার শাস্তি।

اَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً
إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا
يُنْقِذُونِ (দয়াময় (আল্লাহ) আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইলে তাদের সুপারিশ আমার কোন কাজে আসবেনা এবং তারা আমাকে উদ্ধারও করতে পারবেনা) তোমরা যাদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে মা'বুদ বলে ইবাদাত করছ তাদের এমন কি ক্ষমতা আছে যে, কিয়ামাত দিবসে তারা আমাকে সাহায্য করতে পারবে? আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করার কোন ক্ষমতাইতো তাদের নেই। এমন কি তাদের নিজেদের জন্যও নয়। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে :

فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ

তিনি ছাড়া সেই ক্ষতি দূর করার আর কেহ নেই। (সূরা আন'আম, ৬ : ১৭) এসব মূর্তি না কারও ক্ষতি করতে সক্ষম, আর না কারও সুখ-শান্তি এনে দিতে পারে। কোন কারণে যদি দুর্দশা নেমে আসে তখন এরা কখনও এগিয়ে আসবেনা।

إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ আমি যদি এরূপ করি তাহলে অবশ্যই আমি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পড়ব।

فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ

তিনি ছাড়া তা দূর করার আর কেহ নেই। (সূরা আন'আম, ৬ : ১৭) হে আমার কাওম! তোমরা তোমাদের যে প্রকৃত মা'বুদকে অস্বীকার করছ, জেনে রেখ যে, আমি তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি। অতএব, তোমরা আমার কথা শোন।

এই আয়াতের ভাবার্থ এও হতে পারে যে, ঐ সৎ লোকটি আল্লাহ তা'আলার ঐ রাসূলদেরকে বলেছিলেন : আপনারা আমার ঈমানের উপর সাক্ষী থাকুন। আমি ঐ আল্লাহর সত্তার উপর ঈমান এনেছি যিনি আপনাদেরকে সত্য রাসূল রূপে প্রেরণ করেছেন। (তাবারী ২০/৫০৭) পূর্বের চেয়ে এই অর্থটি বেশী স্পষ্ট। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

ইব্ন ইসহাক (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), কা'ব (রাঃ), অহাব (রহঃ) প্রমুখ হতে জানতে পেরেছেন যে, ঐ লোকটি এ কথা বলামাত্র তারা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাকে হত্যা করে। সেখানে এমন কেহ ছিলনা যে তার পক্ষ অবলম্বন করে তাদেরকে বাধা প্রদান করে। (তাবারী ২০/৫০৮) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, তারা তাকে পাথর মারতে থাকে আর তিনি মুখে উচ্চারণ করেন : হে আল্লাহ! আমার কাওমকে আপনি হিদায়াত দান করুন, যেহেতু তারা জানেনা। এমতাবস্থায় তারা তাকে শহীদ করে দেয়। আল্লাহ তার প্রতি দয়া করুন! (তাবারী ২০/৫০১)

২৬। তাকে বলা হল : জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বলে উঠল : হায়! আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারত -	<p>٢٦. قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۖ قَالَ يَلِيَّتَ قَوْمِي يَعْلمُونَ</p>
২৭। কি কারণে আমার রাব্ব আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং সম্মানিত করেছেন।	<p>٢٧. بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ</p>
২৮। আমি তার মৃত্যুর পর তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আকাশ হতে কোন বাহিনী প্রেরণ করিনি এবং প্রেরণের প্রয়োজনও ছিলনা।	<p>٢٨. وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ ۚ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ ۚ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ</p>
২৯। ওটা ছিল শুধুমাত্র এক মহানাদ। ফলে তারা নিখর	<p>٢٩. إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً</p>

নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَمِيدُونَ

ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, ঐ কাফিরেরা ঐ পূর্ণ মু'মিন লোকটিকে নিষ্ঠুরভাবে মারপিট করল। তাঁকে ফেলে দিয়ে তাঁর পেটের উপর চড়ে বসলো এবং পা দিয়ে পিষ্ট করতে লাগল, এমন কি তাঁর পিছনের রাস্তা দিয়ে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়ল!

ادْخُلِ الْجَنَّةَ তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ জানিয়ে দেয়া হল। মহান আল্লাহ তাঁকে দুনিয়ার চিন্তা ও দুঃখ হতে মুক্তি দান করলেন এবং শান্তির সাথে জান্নাতে পৌঁছে দিলেন। তাঁর শাহাদাতে আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হলেন। জান্নাত তাঁর জন্য খুলে দেয়া হল এবং তিনি জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি লাভ করলেন। নিজের সাওয়াব ও পুরস্কার এবং ইয্যাত ও সম্মান দেখে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল :

يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ হায়! আমার কাওম যদি জানতে পারত যে, আমার রাব্ব আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আমাকে খুবই সম্মান দান করেছেন। (তাবারী ২০/৫০৯) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : প্রকৃতপক্ষে মু'মিন ব্যক্তি সবারই শুভাকাক্ষী হয়ে থাকে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত আন্তরিক ও মঙ্গলাকাক্ষী এবং বলতেন :

يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ হে আমার সম্প্রদায়! রাসূলদের অনুসরণ কর। এবং মৃত্যুর পরেও তাদের শুভাকাক্ষীই থাকেন এবং বলেন :

يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ. بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারত যে, কি কারণে আমার রাব্ব আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং সম্মানিত করেছেন। সুফিয়ান শাউরী (রহঃ) আসীম আল আহওয়াল (রহঃ) থেকে, তিনি আবু মিয়লাজ (রহঃ) থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : ভাবার্থ এও হতে পারে যে, তিনি বলেন : হায়! যদি আমার কাওম এটা জানতো যে, কি কারণে আমার রাব্ব আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং কি কারণেই বা আমাকে সম্মানিত করেছেন তাহলে অবশ্যই তারাও ওটা লাভ করার চেষ্টা করত। তারা আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান আনত এবং রাসূলদের (আঃ) আনুগত্য করত। আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন এবং তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন! তিনি তাঁর কাওমের

হিদায়াতের জন্য কতইনা আকাংখী ছিলেন।

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ

এরপর ঐ লোকদের উপর আল্লাহর যে গযব নাযিল হয় এবং যে গযবে তারা ধ্বংস হয়ে যায় তারই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। যেহেতু তারা আল্লাহর রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দাকে হত্যা করেছিল, সেই হেতু তাদের উপর আল্লাহর আযাব আপতিত হয় এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। কিন্তু তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য আল্লাহ তা‘আলা না আকাশ হতে কোন সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন, আর না প্রেরণের কোন প্রয়োজন ছিল। তাঁর জন্যতো শুধু হুকুম দেয়াই যথেষ্ট। তাদের উপর মালাইকা/ফেরেশতামণ্ডলী অবতীর্ণ করা হয়নি। বরং কোন অবকাশ ছাড়াই তাদেরকে আযাবে প্রেফতার করা হয়। জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেন এবং তাদের শহর এন্টিওকবাসীর দরবার চৌকাঠ ধরে এমন জোরে এক শব্দ করেন যে, তাদের কলিজা ফেটে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় এবং তাদের রুহ বেরিয়ে পড়ে। (তাবারী ২০/৫১০, ৫১১)

কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যদের হতে বর্ণিত আছে যে, তাদের কাছে যে তিনজন রাসূল এসেছিলেন তাঁরা ঈসার (আঃ) প্রেরিত দূত ছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। প্রথমতঃ জানা যাচ্ছে যে, তাঁরা স্বতন্ত্র রাসূল ছিলেন। ঘোষিত হচ্ছে :

إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ যখন আমি তাদের নিকট পাঠিয়েছিলাম দুইজন রাসূল, কিন্তু তারা তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলল। তখন আমি তাদেরকে শক্তিশালী করেছিলাম তৃতীয় একজন দ্বারা। তারপর ঐ তিনজন রাসূল এন্টিওকবাসীকে বলেন :

إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি। যদি ঐ তিনজন ঈসার (আঃ) সাহায্যকারীদের মধ্য হতে তাঁর পক্ষ হতে প্রেরিত হতেন তাহলে তাঁরা এরূপ কথা বলতেননা, বরং অন্য বাক্য বলতেন, যার দ্বারা এটা জানা যেত যে, তাঁরা ঈসার (আঃ) দূত। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

দ্বিতীয়তঃ তাঁরা যে ঈসার (আঃ) প্রেরিত দূত ছিলেননা তার আর একটি ইঙ্গিত এই যে, তাঁদের কথার জবাবে এন্টিওকবাসীরা বলে :

إِن أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا

তোমরাতো আমাদের মতই মানুষ। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ১০) এটা লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, কাফিরেরা সবদা এ উক্তিটি রাসূলদের ব্যাপারেই করত। যদি ঐ তিনজন রাসূল হাওয়ারীদের মধ্য হতেই হতেন তাহলে তাঁরা স্বতন্ত্রভাবে রিসালাতের দাবী কেন করবেন? আর ঐ এন্টিওকবাসীরা তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ কেনইবা করবে? কারণ ঐ এন্টিওকবাসীদের নিকট যখন ঈসার (আঃ) দূত গিয়েছিলেন তখন ঐ গ্রামের সমস্ত লোকেরা তাঁর উপর ঈমান এনেছিল। এমনকি ওটাই ছিল প্রথম গ্রাম, যার সমস্ত অধিবাসীই ঈসার (আঃ) উপর ঈমান এনেছিল। এ জন্যই খৃষ্টানদের যে চারটি শহরকে মুকাদ্দাস বা পবিত্র বলা হয়, ওগুলির মধ্যে এটিও একটি। তারা বাইতুল মুকাদ্দাসকে ইবাদাতের শহর এ জন্যই বলে যে, ওটা ঈসার (আঃ) শহর। আর এন্টিওককে মর্যাদা সম্পন্ন শহর বলার কারণ এই যে, সর্বপ্রথম সেখানকার লোকই ঈসার (আঃ) উপর ঈমান এনেছিল। আলেকজান্দ্রিয়ার মর্যাদার কারণ এই যে, এখানে তারা তাদের মাযহাবী পত্রধারীদের বচনের উপর 'ইজমা' করেছে। আর রোমের মর্যাদার কারণ হচ্ছে এই যে, কনষ্টান্টিনটাইন বাদশাহর শহর এটাই এবং সে'ই তাদের ধর্মের সাহায্য করেছিল। অতঃপর যখন কনষ্টান্টিনটাইন শহরের পত্তন হয় তখন খৃষ্টান পাদ্রীরা রোম হতে এসে ওখানেই বসতি স্থাপন করে। সাঈদ ইব্ন বিতরীক প্রমুখ খৃষ্টান ঐতিহাসিকদের ইতিহাসসমূহে এসব ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে। মুসলিম ঐতিহাসিকগণও এটাই লিখেছেন। সুতরাং এটা স্বীকার করলে ব্যাপারটি এমন হয় যে, এন্টিওকবাসীরা ঈসার (আঃ) দূতদের কথা মেনে নিয়েছিল। অথচ এখানে আল্লাহ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা রাসূলদেরকে মানেনি এবং তাদের উপর আল্লাহর আযাব এসেছিল এবং তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়া হয়েছিল। সুতরাং এটা প্রমাণিত হল যে, এটা অন্য ঘটনা এবং ঐ তিনজন রাসূল স্বতন্ত্র রাসূল ছিলেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

তৃতীয়তঃ এন্টিওকবাসীদের ঘটনা, যা ঈসার (আঃ) হাওয়ারীদের সাথে ঘটেছিল ওটা হল তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পরের ঘটনা। আর আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) ও পূর্বযুগীয় বিজ্ঞজ্ঞানদের একটি জামা'আত হতে বর্ণিত আছে যে, তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পরে কোন বস্তিকে আল্লাহ তা'আলা আসমানী আযাব দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেননি। বরং মু'মিনদেরকে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়ে কাফিরদের মাথা নীচু করেছেন। নিম্নের আয়াতের তাফসীরে তারা এ কথা উল্লেখ করেছেন :

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَِ الْأُولَىٰ

আমিতো পূর্ববর্তী বহু মানব গোষ্ঠীকে বিনাশ করার পর মূসাকে দিয়েছিলাম কিতাব। (সূরা কাসাস, ২৮ : ৪৩) এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এটা এন্টিওকের ঘটনা নয়, যেমন পূর্ব যুগীয় কোন কোন গুরুজনের উক্তি রয়েছে। এটাও হতে পারে যে, এটা এন্টিওক নামক অন্য কোন শহর। আর এটা হয়তো ঐ শহরেরই ঘটনা। কেননা যে এন্টিওক শহরটি প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে তা আল্লাহর আযাবে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা প্রমাণিত নয়। খৃষ্টানদের যুগেওনা এবং তাদের পূর্ববর্তী যুগেও না। মহান আল্লাহই এসব ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল জানেন।

৩০। পরিতাপ বান্দাদের জন্য! তাদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছে তখনই তারা তাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছে।

۳۰. يَحْسِرَةً عَلَىٰ الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ

৩১। তারা কি লক্ষ্য করেনা যে, তাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠীকে আমি ধ্বংস করেছি যারা তাদের মধ্যে ফিরে আসবেনা?

۳۱. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ

৩২। এবং অবশ্যই তাদের সকলকে একত্রে আমার নিকট উপস্থিত করা হবে।

۳۲. وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ

দুর্ভোগ অবিশ্বাসীদের জন্য

يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের উপর দুঃখ ও আফসোস করছেন যে, কাল কিয়ামাতের দিন তারা কতই না লজ্জিত হবে! তারা

সেদিন বারবার বলবে : হায়! আমরা নিজেরাইতো নিজেদের অমঙ্গল ডেকে এনেছি। কিয়ামাতের দিন আযাব দেখে তারা অনুশোচনা করতে থাকবে যে, কেন তারা দুনিয়ায় বসে রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল এবং কেনইবা আল্লাহর অবাধ্য হয়েছিল?

دُنِيَايَ مَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ এই ছিল যে, যখনই তাদের কাছে কোন রাসূল এসেছেন তখনই তারা কোন চিন্তা-ভাবনা না করেই তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছে এবং মন খুলে তাঁদের সাথে বেআদবী করেছে ও তাঁদেরকে অবজ্ঞা করেছে।

আত্মার বাড়াবাড়ি হেতু করা আমলের প্রতি ধিক্কার

وَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ যদি তারা একটু চিন্তা করত তাহলে বুঝতে পারত যে, রাসূলদেরকে অস্বীকার করার কারণে তাদের পূর্বে বহু মানব গোষ্ঠীকে আল্লাহ ধ্বংস করেছেন। তাদের কেহই রক্ষা পায়নি এবং তাদের কেহই আর দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে ফিরে আসেনি। অবিশ্বাসী কাফিরেরা যেমন অনেকে বিশ্বাস করত :

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا

একমাত্র পার্শ্বিক জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি-বাঁচি এখানেই। (সূরা মু'মিনুন, ২৩ : ৩৭) এর দ্বারা দাহরিয়া সম্প্রদায়ের দাবীকে খণ্ডন করা হয়েছে। তারা বলে যে, মানুষ এই দুনিয়া হতে চলে যাবে এবং পরে আবার এই দুনিয়ায়ই ফিরে আসবে। কিন্তু মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

وَأِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدُنَا مُحْضَرُونَ অবশ্যই তাদের সকলকে একত্রে আমার নিকট উপস্থিত করা হবে। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত মানুষকে কিয়ামাতের দিন হিসাব নিকাশের জন্য হাযির করা হবে এবং সেখানে প্রত্যেকের ভাল-মন্দের প্রতিদান দেয়া হবে। যেমন মহামহিমাম্বিত আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন :

وَأِنْ كُلًّا لَّمَّا لِيُؤْفَقِيَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

আর নিশ্চিত এই যে, তোমার রাব্ব তাদেরকে তাদের কর্মের পূর্ণ অংশ প্রদান করবেন; নিশ্চয়ই তিনি তাদের কার্যকলাপের পূর্ণ খবর রাখেন। (সূরা হুদ, ১১ : ১১১)

<p>৩৩। তাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত ধরিত্রী, যাকে আমি সঞ্জীবিত করি এবং যা হতে উৎপন্ন করি শস্য, যা তারা আহার করে।</p>	<p>۳۳. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ</p>
<p>৩৪। তাতে আমি সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের উদ্যান এবং উৎসারিত করি প্রস্রবণ -</p>	<p>۳۴. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ</p>
<p>৩৫। যাতে তারা আহার করতে পারে এর ফলমূল হতে, অথচ তাদের হাত ওটা সৃষ্টি করেনি। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেনা?</p>	<p>۳۵. لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ</p>
<p>৩৬। পবিত্র মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং তারা যাদেরকে জানেনা তাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়।</p>	<p>۳۶. سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ</p>

বিশ্ব-স্রষ্টার অস্তিত্ব এবং মৃতকে আবার জীবিত করার প্রমাণ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا আমার অস্তিত্বের উপর, আমার সীমাহীন ক্ষমতার উপর এবং মৃতকে জীবিত করার উপর এটাও একটি নিদর্শন যে, মৃত

যমীন, যা শুষ্ক অবস্থায় পড়ে রয়েছে যাতে কোন সজীবতা ও শ্যামলতা নেই, যাতে তৃণ-লতা প্রভৃতি কিছুই জন্মনা, তাতে যখন আকাশ হতে বৃষ্টিপাত হয় তখন তা নব জীবন লাভ করে এবং সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে। তাই মহান আল্লাহ বলেন :

أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ আমি ঐ মৃত যমীনকে জীবিত করে তুলি এবং তাতে উৎপন্ন করি বিভিন্ন প্রকারের শস্য, যার কিছু কিছু তোমরা নিজেরা খাও এবং কিছু কিছু তোমাদের গৃহপালিত পশু খেয়ে থাকে।

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ঐ যমীনে আমি তৈরী করি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান এবং তাতে প্রবাহিত করি নদ-নদী, যা তোমাদের বাগান ও শস্যক্ষেত্রকে পানিপূর্ণ ও সবুজ-শ্যামল করে থাকে। এটা এ কারণে, যাতে দুনিয়াবাসী এর ফলমূল হতে আহার করতে পারে, শস্যক্ষেত ও উদ্যান হতে উপকার লাভ করতে পারে এবং বিভিন্ন প্রয়োজন পূরা করতে পারে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) عَمَلَتْهُ أَيَّدِيهِمْ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : এগুলি আল্লাহর রাহমাত ও তাঁর ক্ষমতাবলে সৃষ্টি হচ্ছে, অন্য কারও ক্ষমতাবলে নয়। মানুষের হাত এগুলি সৃষ্টি করেনি। মানুষের না আছে এগুলি উৎপন্ন করার শক্তি, না আছে এগুলি রক্ষা করার ক্ষমতা এবং না আছে এগুলি পাকানোর কিংবা তৈরী করার অধিকার।

أَفَلَا يَشْكُرُونَ সুতরাং মানুষের কি হয়েছে যে, তারা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন? এবং তাঁর অসংখ্য নি‘আমাতরাশি তাদের কাছে থাকা সত্ত্বেও তাঁর অনুগ্রহ স্বীকার করছেন? অবশ্য ইব্ন জারীর (রহঃ) ‘মা’ শব্দটিকে ‘আল্লাযী’ শব্দের সাথে সম্পর্কিত করেছেন। সেই ক্ষেত্রে এ আয়াতের অর্থ হবে আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে অফুরন্ত ফল-মূল প্রদান করেছেন; তা থেকে এবং নিজেদের হাতে জমি চাষ করে, বীজ বপন করে এবং গাছ-পালার পরিচর্যা করে যা উৎপন্ন করত তা থেকে আহার করত। ইব্ন জারীর (রহঃ) তার তাফসীরে আরও সম্ভাব্য ব্যাখ্যা আলোচনা করেছেন। তবে এ ব্যাখ্যাটিই অধিক গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। আর আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) এ আয়াতটিকে যেভাবে পাঠ করতেন তাতে এ ব্যাখ্যাই অধিক গ্রহণীয়। তিনি পাঠ করতেন :

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمِمَّا عَمَلَتْهُ أَيَّدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ (সুতরাং তারা তার ফল-মূল আহার করত এবং তারা নিজ হাতে যা উৎপন্ন করত তা থেকেও)

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং তারা যাদেরকে জানেনা তাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন জোড়া জোড়া করে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

আমি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। (সূরা যারিয়াত, ৫১ : ৪৯)

৩৭। তাদের এক নিদর্শন রাত, ওটা হতে আমি দিবালোক অপসারিত করি, তখন সকলেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

۳۷. وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ

৩৮। এবং সূর্য ভ্রমণ করে ওর নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ।

۳۸. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

৩৯। এবং চন্দ্রের জন্য আমি নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মানষিল, অবশেষে ওটা শুষ্ক বক্র পুরাতন খেজুর শাখার আকার ধারণ করে।

۳۹. وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ

৪০। সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা; এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সাতার কাটে।

۴۰. لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

আল্লাহর প্রবল শক্তি ও ক্ষমতার নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে সূর্য, চন্দ্র ও রাত্রি-দিনের পরিবর্তন

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় পূর্ণ ক্ষমতার একটি নিদর্শনের বর্ণনা দিচ্ছেন এবং তা হল দিন ও রাত্রি। একটি আলোকময়, অপরটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। বরাবরই একটি অপরটির পিছনে আসতে রয়েছে। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন :

يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا

তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাতে ওরা একে অন্যকে অনুসরণ করে চলে ত্বরিত গতিতে। (সূরা আ‘রাফ, ৭ : ৫৪) এখানেও মহান আল্লাহ বলেন :

نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلَمُونَ আমি রাত্রি হতে দিবালোক অপসারিত করি, তখন সকলেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। যেমন হাদীসে এসেছে : যখন এখান হতে রাত্রি আসে এবং ওখান হতে দিন চলে যায়, আর সূর্য অস্তমিত হয়ে যায় তখন সিয়াম পালনকারী ইফতার করবে। বাহ্যিক আয়াত এটাই। (ফাতহুল বারী ৪/২৩১) আল্লাহ সুবহানাহ বলেন :

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (এবং সূর্য ভ্রমণ

করে ওর নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ) لِمُسْتَقَرٍّ

لَهَا এর দু’টি অর্থ করা হয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে : ওর গতিপথ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে, যা আরশের নিচে এবং পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে ওর গতিপথ। ইহা যেখান দিয়েই চলুক না কেন তাঁর আরশের নিচ দিয়েই যাচ্ছে, যেমন অন্যান্য সৃষ্টি বস্তুও একইভাবে গমন করছে। কারণ আরশ হচ্ছে সৃষ্টিবস্তুর উপর ছাদ স্বরূপ। (অর্থাৎ সপ্ত আসমান আরশের নিচে অবস্থিত) জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যে দাবী করে থাকেন যে, পৃথিবীর উপরিভাগও গোলাকার (বর্তুলাকার) এটা সঠিক নয়। বরং ওটা গম্বুজের মত, যার পায়া রয়েছে, যা মালাইকা/ফেরেশতারা বহন করে আছেন। ওটা মানুষের মাথার উপর উর্ধ্ব জগতে রয়েছে। সুতরাং সূর্য যখন ওর কক্ষপথে ঠিক যুহরের সময় চলে আসে তখন ওটা আরশের খুবই নিকটে থাকে। অতঃপর যখন ওটা ঘুরতে ঘুরতে চতুর্থ আকাশে ঐ স্থানেরই বিপরীত দিকে আসে, ওটা তখন মধ্য রাতের সময় হয়। তখন ওটা আরশ হতে বহু দূরের হয়ে যায়। সুতরাং ওটা সাজদাহয় পড়ে যায় এবং উদয়ের অনুমতি প্রার্থনা করে,

যেমন হাদীসসমূহে রয়েছে।

আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদা নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মাসজিদে ছিলেন। ঐ সময় সূর্য অস্তমিত হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন : হে আবু যার! সূর্য কোথায় অস্তমিত হয় তা তুমি জান কি? তিনি উত্তরে বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামই ভাল জানেন। তখন তিনি বললেন : সূর্য আরশের নীচে গিয়ে আল্লাহ তা‘আলাকে সাজদাহ করে। অতঃপর তিনি

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا এবং সূর্য ভ্রমণ করে ওর নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ - এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। (ফাতহুল বারী ৮/৪০২)

অন্য একটি হাদীসে আছে যে, আবু যার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ আয়াতের ভাবার্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেন : ওর চক্রাকারে আবর্তন আরশের নীচে রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৪০২)

দ্বিতীয়টি হচ্ছে সূর্য যখন তাকে বেঁধে দেয়া কার্যক্রমের সময় সীমায় পৌঁছে যাবে অর্থাৎ যখন কিয়ামাত সংঘটিত হবে তখন ওর জন্য নির্দিষ্ট করা আর কোন কক্ষপথ থাকবেনা, তা বাতিল করে দেয়া হবে। ওকে অচল করে দেয়া হবে এবং ওকে গুটিয়ে নেয়া হবে। এ পৃথিবীর আয়ুও শেষ হয়ে যাবে এবং ওর অভ্যন্তরে যা কিছু থাকবে তাদেরও নির্দিষ্ট সময় সীমা এসে যাবে। এটাই হল আল্লাহর

বেঁধে দেয়া সীমা। কাতাদাহ (রহঃ) لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا এ আয়াত সম্পর্কে বলেন : এর

দ্বারা ওর চলার শেষ সময় সীমাকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২০/৫১৭) আবার অন্যত্র এও বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা গ্রীষ্ম ও শীতকালে ওর গতিপথের কথা বলা হয়েছে। গ্রীষ্মের শেষ দিন পর্যন্ত সূর্য তার নির্দিষ্ট কক্ষপথে চলতে থাকে এবং শীতকালে তার গতিপথ পরিবর্তন করে ভিন্ন কক্ষপথে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলতে থাকে। কখনওই সে বেধে দেয়া গতিপথ থেকে সরে গিয়ে অন্য পথে চলেনা এবং নির্দিষ্ট সময়ও অতিক্রম করেনা। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। ইব্ন মাসউদ (রাঃ) এবং ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতটিকে

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لَا مُسْتَقَرٍّ لَهَا এভাবে পাঠ করতেন। (সূর্য তার কক্ষপথে একটি নির্দিষ্ট সময় ছাড়া চলাচল করেনা) অর্থাৎ সব সময় চলার জন্য একই স্থান নির্ধারণ করা হয়নি। দিনে-রাতে সব সময় ও চলতে রয়েছে। চলার গতি কখনও

ধীরে অথবা দ্রুত হয়না, একই গতিতে চলছে, কোন নির্দিষ্ট জায়গায়ও স্থির হয়ে থাকেনা। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে :

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ

তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চাঁদকে, যারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৩৩) কিয়ামাত পর্যন্ত এগুলি এভাবে চলতেই থাকবে।

ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ এটা হল ঐ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ যিনি প্রবল পরাক্রান্ত, যাঁর কেহ বিরুদ্ধাচরণ করতে পারেনা এবং যাঁর হুকুম কেহ টলাতে পারেনা। তিনি সর্বজ্ঞ। তিনি প্রত্যেক গতি ও গতিহীনতা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তিনি স্বীয় পূর্ণ জ্ঞান ও নিপুণতার মাধ্যমে ওর গতি নির্ধারণ করেছেন, যার মধ্যে কোন ব্যতিক্রম হতে পারেনা। যেমন মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَٰلِكَ

تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

তিনিই রাতের আবরণ বিদীর্ণ করে রঙ্গিন প্রভাতের উন্মোচকারী, তিনিই রাতকে বিশ্রামকাল এবং সূর্য ও চাঁদকে সময়ের নিরূপক করে দিয়েছেন; এটা হচ্ছে সেই পরম পরাক্রান্ত ও সর্ব পরিজ্ঞাতার (আল্লাহর) নির্ধারণ। (সূরা আন'আম, ৬ : ৯৬) এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ চন্দ্রের জন্য আমি নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মনযিল। ওটা এক পৃথক চালে চলে থাকে, যার দ্বারা মাসসমূহ জানা যায়, যেমন সূর্যের চলন দ্বারা দিন-রাত জানা যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

তারা তোমাকে নতুন চাঁদসমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে। তুমি বল : এগুলি হচ্ছে সমগ্র মানব জাতির জন্য সময়সমূহ (মাসসমূহ) নির্ধারণ (গণনা বা হিসাব) করার মাধ্যম এবং হাজ্জের জন্য। (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৮৯) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ

لَتَعْلَمُوا عَدَدَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

তিনি সূর্যকে দীপ্তিমান এবং চাঁদকে আলোকময় বানিয়েছেন এবং ওর (গতির) জন্য মানযিলসমূহ নির্ধারিত করেছেন যাতে তোমরা বছরসমূহের সংখ্যা ও হিসাব জানতে পার। (সূরা ইউনুস, ১০ : ৫) আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আরও বলেন :

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۖ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصْلَانُهُ تَفْصِيلًا

আমি রাত ও দিনকে করেছি দু'টি নিদর্শন; রাতকে করেছি নিরালোক এবং দিনকে করেছি আলোকময়, যাতে তোমরা তোমাদের রবের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা বর্ষ সংখ্যা ও হিসাব স্থির করতে পার; এবং আমি সব কিছু বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। (সূরা ইসরা, ১৭ : ১২) সুতরাং সূর্যের উজ্জ্বল্য ও চাকচিক্য ওর সাথেই বিশিষ্ট এবং চন্দ্রের আলোক ওর মধ্যেই রয়েছে। ওর চলন গতিও পৃথক। সূর্য প্রতিদিন উদিত ও অস্তমিত হচ্ছে এবং ঐ জ্যোতির সাথেই হচ্ছে। তবে হ্যাঁ, ওর উদয় ও অস্তের স্থান শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে পৃথক হয়ে থাকে। এ কারণেই দিন-রাত্রির দীর্ঘতা কম বেশী হয়। সূর্য দিবসের নক্ষত্র এবং চন্দ্র রাত্রির নক্ষত্র।

আল্লাহ তা'আলা চন্দ্রের জন্য তার মানযিলগুলি বিভিন্ন করে দিয়েছেন। মাসের প্রথম রাতে খুবই ক্ষুদ্র আকারে উদিত হয় এবং আলো হয় খুবই কম। দ্বিতীয় রাতে আলো কিছু বৃদ্ধি পায় এবং মানযিলও উন্নত হতে থাকে। তারপর যেমন উঁচু হয় তেমনি আলোও বাড়তে থাকে। যদিও ওটা সূর্য হতেই আলো নিয়ে থাকে। অবশেষে চৌদ্দ তারিখের রাতে চন্দ্র পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং ওর আলোকও পূর্ণ হয়ে যায়। এরপর কমতে শুরু করে। এভাবে ক্রমান্বয়ে কমতে কমতে ওটা শুষ্ক বক্র পুরাতন খেজুর শাখার আকার ধারণ করে। তারপর আল্লাহ তা'আলা দ্বিতীয় মাসের শুরুতে পুনরায় চন্দ্রকে প্রকাশ করেন।

আরাবরা চন্দ্রের কিরণ হিসাবে মাসের রাত্রিগুলির নাম রেখেছে। যেমন প্রথম তিন রাত্রির নাম 'গুরার'। এর পরবর্তী তিন রাত্রির নাম 'নুফাল'। এর পরবর্তী তিন রাত্রির নাম 'তুসআ'। কেননা এগুলির শেষ রাত্রিটি নবম হয়ে থাকে। এর

পরবর্তী তিন রাত্রির নাম ‘উশার’। কেননা এগুলির প্রথম রাত্রিটা দশম হয়। এর পরবর্তী তিন রাত্রির নাম ‘বীয’। কেননা এই রাত্রিগুলিতে চন্দ্রের আলো সম্পূর্ণ রাত ব্যাপী থাকে। এর পরবর্তী তিন রাত্রির নাম তারা ‘দারউন’ রেখেছে। এই دُرُعُ শব্দটি دُرْعَاء শব্দের বহুবচন। এ রাত্রিগুলির এই নামকরণের কারণ এই যে, ষোল তারিখের রাতে চন্দ্র কিছু বিলম্বে উদিত হয়। তাই কিছুক্ষণ পর্যন্ত অন্ধকার থাকে অর্থাৎ কালো হয়। আর আরাবে যে বকরীর মাথা কালো হয় তাকে شَاةُ دُرْعَاء বলা হয়। এরপর পরবর্তী তিনটি রাত্রিকে ‘যুলাম’ বলে। এর পরবর্তী তিনটি রাত্রিকে বলা হয় ‘হানাদিস’। এর পরবর্তী তিনটি রাত্রিকে ‘দা’দী’ বলা হয়। এর পরবর্তী তিনটি রাত্রিকে বলা হয় ‘মিহাক’, কেননা এতে চন্দ্রের আলো দেখতে পাওয়া যায়না এবং মাসও শেষ হয়।

আবু উবাইদাহ (রাঃ) غَرِيبُ الْمُصَنَّف নামক কিতাবে ‘তুসআ’ ও ‘উশারকে গ্রহণ করেননি। মহান আল্লাহ বলেন :

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ পাওয়া। এ সম্পর্কে মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা‘আলা সূর্য ও চন্দ্রের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং কেহ আপন সীমা ছাড়িয়ে এদিক ওদিক যাবে এটা মোটেই সম্ভব নয়। একটির আবির্ভাবের সময় অপরটি হারিয়ে যায়। যখন একটির আবির্ভাবের সময় হয় তখন অন্যটি চলে যায়। যখন একটির অবস্থান অবধারিত তখন অপরটির উপস্থিতি অবলুপ্ত করা হয়। (তাবারী ২০/৫২০)

وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ এ আয়াত সম্পর্কে ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন : সূর্য ও চন্দ্রের জন্য অবস্থান করার ব্যাপারে একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত রয়েছে। এ কারণেই সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় রাতের আকাশে উপস্থিত হওয়া।

وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ আর রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা। অর্থাৎ রাত্রির পরে রাত্রি আসতে পারেনা, বরং মধ্যভাগে দিন এসে যাবে। সুতরাং সূর্যের রাজত্ব দিনে এবং চন্দ্রের রাজত্ব রাতে। যাহহাক (রহঃ) বলেন : রাত্রি এদিক দিয়ে চলে যায় এবং দিবস ওদিক দিয়ে চলে আসে। একটি অপরটির পিছনে রয়েছে। কিন্তু না ধাক্কা লাগার ভয় আছে, আর না বিশৃংখলার আশংকা আছে। একটি যাচ্ছে অপরটি আসছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ সময়ে

উপস্থিত অথবা অনুপস্থিত থাকছে। **وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ** প্রত্যেকেই অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্র এবং দিন ও রাত নিজ নিজ কক্ষপথে সাঁতার কাটছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) এ আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী ২০/৫২০) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ পূর্বযুগীয় গুরুজন বলেন যে, এ ফালাকটি (চাঁদ) হচ্ছে চরকার বৃত্তের পরিধির মত।

<p>৪১। তাদের এক নিদর্শন এই যে, আমি তাদের বংশধরদের বোঝাই নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম।</p>	<p>٤١. وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَلَكِ الْمَشْحُونِ</p>
<p>৪২। এবং তাদের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি যাতে তারা আরোহণ করে।</p>	<p>٤٢. وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ</p>
<p>৪৩। আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে নিমজ্জিত করতে পারি; সেই অবস্থায় তারা কোন সাহায্যকারী পাবেনা এবং তারা পরিত্রাণও পাবেনা -</p>	<p>٤٣. وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ</p>
<p>৪৪। আমার অনুগ্রহ না হলে এবং কিছুকালের জন্য জীবনোপকরণ ভোগ করতে না দিলে।</p>	<p>٤٤. إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ</p>

আল্লাহর নিদর্শনের মধ্যে আরও রয়েছে নৌযান সৃষ্টি

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় ক্ষমতার আর একটি নিদর্শন বর্ণনা করছেন যে, তিনি সমুদ্রকে মানুষের জন্য কাজে লাগিয়ে রেখেছেন যাতে তাদের নৌযানগুলি বরাবরই যাতায়াত করতে পারে। সর্বপ্রথম নৌকাটি ছিল নূহের

(আঃ), যার উপর সওয়ার হয়ে তিনি এবং তার সঙ্গীয় ঈমানদারগণেরা রক্ষা পেয়েছিলেন। তাঁরা ছাড়া সারা ভূ-পৃষ্ঠে আর একটি আদম সন্তানও রক্ষা পায়নি। মহান আল্লাহ বলেন :

وَأَيَّةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ আমি তাদের বংশধরদেরকে বোঝাই নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম। নৌকাটি পূর্ণরূপে বোঝাই থাকার কারণ ছিল এই যে, তাতে প্রয়োজনীয় সমস্ত আসবাবপত্র ছিল এবং সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে তাতে অন্যান্য জীবজন্তুকেও উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল। প্রত্যেক প্রকারের জন্তু এক জোড়া করে ছিল।

وَالْفُلِّ الْمَشْحُونِ বোঝাই নৌযানে। অর্থাৎ ঐ জাহাজটি আসবাবপত্র এবং পশু-পাখি দ্বারা পূর্ণ করা হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছিলেন যে, জাহাজে যেন সবকিছু থেকে জোড়ায় জোড়ায় তুলে নেয়া হয়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এ বাক্যের অর্থ হচ্ছে পরিপূর্ণ করা হয়েছিল। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আশ শা'বি (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দীও (রহঃ) অনুরূপ মতামত প্রকাশ করেছেন। (তাবারী ২০/৫২২) যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন : এখানে নূহের (আঃ) জাহাজের কথা বলা হয়েছে। (তাবারী ২০/৫২২, ৫২৩)

وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ এবং তাদের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি যাতে তারা আরোহণ করে। অনুরূপভাবে মহামহিমাবিত আল্লাহ স্থলভাগের সওয়ারীগুলোও মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : যেমন স্থলে উট ঐ কাজই দেয় যে কাজ সমুদ্রে নৌযান দ্বারা হয়। অনুরূপভাবে অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তুগুলোও স্থলভাগে মানুষের কাজে লেগে থাকে। (তাবারী ২০/৫২৪) ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন : তোমরা কি জান যে, এ আয়াতটিতে কোন্ ব্যাপারে বলা হয়েছে? আমরা বললাম : না। তিনি বললেন : এখানে নূহের (আঃ) নৌকাটির নমুনা স্বরূপ অন্যান্য যে নৌযান নির্মিত হয়েছে সেই ব্যাপারে বলা হয়েছে। (তাবারী ২০/৫২৩) আবু মালিক (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আবু সালিহ (রহঃ) এবং সুদ্দীও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ২০/৫২২-৫২৪) মহান আল্লাহ বলেন :

وَأَن تَشَاءُ نَعْرِفُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ চিন্তা করে দেখ যে,

কিভাবে আমি তোমাদেরকে সমুদ্র পার করে দিলাম। আমি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করে দিতে পারি। গোটা নৌকাটি পানির নীচে বসিয়ে দিতে আমি পূর্ণরূপে ক্ষমতাবান। তখন এমন কেহ থাকবেনা যে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে এবং তোমাদেরকে বাঁচাতে পারে।

إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ কিন্তু এটা একমাত্র আমারই রাহমাত যে, তোমরা দীর্ঘ সফর আরামে ও নিরাপদে অতিক্রম করছ এবং আমি তোমাদেরকে আমার ওয়াদাকৃত নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সর্বপ্রকার শান্তিতে রাখছি।

৪৫। যখন তাদেরকে বলা হয় : যা তোমাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে রয়েছে সে সম্বন্ধে সাবধান হও যাতে তোমরা অনুগ্রহ ভাজন হতে পার।

٤٥. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

৪৬। আর যখনই তাদের রবের নিদর্শনাবলীর কোন নিদর্শন তাদের নিকট আসে তখন তারা তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

٤٦. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ

৪৭। যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ তোমাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছেন তা হতে ব্যয় কর তখন কাফিরেরা মু'মিনদেরকে বলে : যাকে ইচ্ছা করলে আল্লাহ খাওয়াতে পারতেন আমরা কেন তাকে খাওয়াব? তোমরাতো স্পষ্ট

٤٧. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا

বিভ্রান্তিতে রয়েছ।

فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

মূর্তি পূজকরা ভুল পথে পরিচালিত

আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের হঠকারিতা, নির্বুদ্ধিতা, ঔদ্ধত্য এবং অহংকারের খবর দিচ্ছেন যে, যখন তাদেরকে পাপ কাজ হতে বিরত থাকতে বলা হয় তখন তারা এটা মেনে নেয়াতো দূরের কথা, বরং অহংকারে ফুলে ওঠে। তাদেরতো এটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে যে, তারা আল্লাহর প্রত্যেক কথা হতেই মুখ ফিরিয়ে নেয়। না তারা তাঁর একাত্ববাদে বিশ্বাসী হয়, আর না এ ব্যাপারে কোন চিন্তা-ভাবনা করে। তাদের মধ্যে এটা কবুল করে নেয়ার কোন যোগ্যতাই নেই এবং তাদের এ অভিজ্ঞতাও নেই যে, এর থেকে উপকার লাভ করে।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ كَرْتُمْ بَلَا هِيَ وَأَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ كَرْتُمْ بَلَا هِيَ وَأَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ كَرْتُمْ بَلَا هِيَ وَأَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ كَرْتُمْ بَلَا هِيَ وَأَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ كَرْتُمْ بَلَا هِيَ

তাদেরকে যখন আল্লাহর পথে দান-খাইরাত করতে বলা হয় এবং বলা হয় যে, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা যে জীবনোপকরণ দিয়েছেন তাতে মুসলিম ফকীর, মিসকীন ও অভাবগস্তদেরও অংশ রয়েছে, তখন তারা উত্তর দেয় : আল্লাহর ইচ্ছা হলে তিনি নিজেই তাদেরকে খেতে দিতে পারতেন? অতএব আল্লাহর যখন ইচ্ছা নেই তখন আমরা কেন তাঁর মর্জির উল্টা কাজ করব? أَنْتُمْ إِنَّمَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ তোমরা যে আমাদেরকে দান খাইরাতের কথা বলছ এটা তোমরা ভুল করছ। তোমরাতো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছ।

৪৮। তারা বলে : তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে বল - এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে?

٤٨. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

৪৯। এরাতো অপেক্ষায় আছে এক মহানাদের যা এদেরকে আঘাত করবে এদের বাক বিতণ্ডা কালে।

٤٩. مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً
وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ

৫০। তখন তারা অসীয়াত করতে সমর্থ হবেনা এবং নিজেদের পরিবার পরিজনের নিকট ফিরেও আসতে পারবেনা।

۵۰. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ

কাফিরেরা মনে করে যে, কখনই কিয়ামাত সংঘটিত হবেনা

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন : যেহেতু কাফিরেরা কিয়ামাতকে বিশ্বাস করতনা, সেহেতু তারা নাবীদেরকে (আঃ) ও মুসলিমদেরকে বলত : কিয়ামাত আনয়ন করছ না কেন? আচ্ছা বলত : هَذَا الْوَعْدُ متى কিয়ামাত কখন সংঘটিত হবে? কিন্তু আল্লাহ তা‘আলার বাণী হল :

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا

যারা এটা বিশ্বাস করেনা তারাই এটা ত্বরান্বিত করতে চায়। (সূরা শূরা, ৪২ : ১৮) অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ কিয়ামাত সংঘটিত করার ব্যাপারে আমার কোন আসবাব পত্রের প্রয়োজন হবেনা। শুধুমাত্র একবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, জনগণ প্রতিদিনের মত নিজ নিজ কাজে মগ্ন থাকবে, একে অন্যের সাথে কথা-বার্তায় লিপ্ত থাকবে। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা‘আলা ইসরাফীলকে (আঃ) শিঙ্গায় ফুঁক দিতে আদেশ করবেন। ইসরাফীল (আঃ) দীর্ঘ সময় ধরে বিরামহীনভাবে শিঙ্গায় ফুঁক দিতে থাকবেন। ফলে তখন যারা পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে তাদের সবার কানে শিঙ্গার আওয়াজ পৌঁছে যাবে এবং আরও পরিস্কারভাবে শোনার জন্য তারা মাথা উঁচু করে, কান পেতে শুনতে চেষ্টা করবে যে, কোথা থেকে ঐ আওয়াজ আসছে। অতঃপর তাদের সবাইকে এক জায়গায় সমবেত করা হবে এবং আগুন সেখানে তাদের সবাইকে চারিদিক থেকে ঘিরে রাখবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

তখন তারা অসীয়াত করতে সমর্থ হবেনা এবং নিজেদের পরিবার পরিজনের নিকট ফিরেও আসতে পারবেনা। ঐ শব্দের পরে কেহকেই এতটুকুও সময় দেয়া হবেনা যে, কারও সাথে কোন কথা বলে বা কারও কোন কথা শুনে অথবা কারও জন্য কোন অসীয়াত করতে পারবে।

তাদের নিজেদের বাড়ীতে ফিরে যাবার ক্ষমতা থাকবেনা। এ আয়াত সম্পর্কে বহু ‘আসার’ ও হাদীস রয়েছে যেগুলি আমরা অন্য জায়গায় বর্ণনা করেছি। এই প্রথম ফুৎকারের পর দ্বিতীয় ফুৎকার দেয়া হবে, যার ফলে সবাই মারা যাবে। সারা জগত ধ্বংস হয়ে যাবে। একমাত্র সদা বিরাজমান আল্লাহ থাকবেন, যার ধ্বংস নেই। এরপর পুনরায় উত্থিত হবার ফুৎকার দেয়া হবে।

<p>৫১। যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে তখনই তারা কাবর হতে ছুটে আসবে তাদের রবের দিকে।</p>	<p>৫১. وَتُفْخَخُ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ</p>
<p>৫২। তারা বলবে : হায়! দুর্ভোগ আমাদের! কে আমাদেরকে আমাদের নিদ্রাস্থল হতে উঠালো? দয়াময়তো (আল্লাহ) এরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং রাসূলগণ সত্যই বলেছিলেন।</p>	<p>৫২. قَالُوا يَتَوَيْلَنَا مِنْ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ۖ هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ</p>
<p>৫৩। এটা হবে শুধুমাত্র এক মহানাদ; তখনই তাদের সকলকে উপস্থিত করা হবে আমার সম্মুখে।</p>	<p>৫৩. إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ</p>
<p>৫৪। আজ কারও প্রতি কোন যুলুম করা হবেনা এবং তোমরা যা করতে শুধু তারই</p>	<p>৫৪. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ</p>

প্রতিফল দেয়া হবে।

شَيْئًا وَلَا تَجْزُونَ إِلَّا مَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

কিয়ামাতের পূর্বে শিক্ষাধনি হবে

অতঃপর তৃতীয়বার শিক্ষা বেজে উঠবে। পাঠকবৃন্দ! সূরা নামলের ৩৭ নং আয়াতটির (২৭ : ৩৭) তাফসীরটি লক্ষ্য করুন। এখানে যে বর্ণনার উপর ভিত্তি করে তৃতীয় শিক্ষাধনির কথা বলা হয়েছে সেই ব্যাপারে উক্ত আয়াতের তাফসীর সহীহ না হওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। শিক্ষাধনি হওয়ার সাথে সাথে লোকেরা তাদের কাবর থেকে উঠে আসবে।

فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ
কাজে মানুষ তাড়াহুড়া করে তখনও তারা কাবর থেকে উঠে খুব দ্রুত কিয়ামাতের মাইদানে উপস্থিত হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন :

يَوْمَ تَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ

সেদিন তারা কাবর হতে বের হবে দ্রুত বেগে। মনে হবে তারা কোন একটি লক্ষ্যস্থলের দিকে ধাবিত হচ্ছে। (সূরা মা'আরিজ, ৭০ : ৪৩)

يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا
যেহেতু দুনিয়ায় তারা কাবর হতে জীবিতাবস্থায় উত্থিত হওয়াকে অবিশ্বাস করত, সেই হেতু সেদিন তারা বলবে : হায়! দুর্ভোগ আমাদের! কে আমাদেরকে আমাদের নিদ্রাশূল হতে উঠাল। এর দ্বারা কাবরে আযাব না হওয়া প্রমাণিত হয়না। কেননা ঐ সময় তারা যে ভীষণ কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হবে তার তুলনায় কাবরের শাস্তি তাদের কাছে খুবই হালকা অনুভূত হবে। তারা যেন কাবরে আরামেই ছিল।

উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : কাবর হতে উত্থিত হওয়ার কিছু পূর্বে সত্যি সত্যিই তাদের ঘুম এসে যাবে। (তাবারী ২০/৫৩৩) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, প্রথম ফুৎকার ও দ্বিতীয় ফুৎকারের মধ্যবর্তী সময়ে তারা ঘুমিয়ে পড়বে। তাই কাবর হতে উঠার সময় তারা এ কথা বলবে। (তাবারী ২০/৫৩২) ঈমানদার লোকেরা এর জবাবে বলবে :

دَيَّامِیْ اٰلِیَّاهُتُو اَیْرَیْ
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং তাঁর রাসূলগণ সত্যি কথাই বলতেন। হাসান (রহঃ)
বলেন : মালাইকা/ফেরেশতারা এই জবাব দিবেন। এ দু'টি উক্তির মধ্যে
সামঞ্জস্য বিধানের উপায় এই যে, হয়তো এ জবাব মু'মিনরাও দিবে এবং
মালাইকাও দিবেন। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ।
মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন :

اَیْطَا هَبْهَ اِنِّ کَاَنْتَ اِلَّا صَیْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِیْعٌ لَّدَیْنَا مُحْضَرُوْنَ
শুধুমাত্র এক মহানাদ, তখনই তাদের সকলকে হাযির করা হবে আমার সামনে।
যেমন তিনি বলেন :

فَاِنَّمَا هِیَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ. فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ

এটাতো এক বিকট শব্দ মাত্র; ফলে তখনই মাইদানে তাদের আবির্ভাব হবে।
(সূরা নাযি'আত, ৭৯ : ১৩-১৪) মহান আল্লাহ আরও বলেন :

وَمَا اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا کَلَمَحِ الْبَصْرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ

এবং কিয়ামাতের ব্যাপারতো চোখের পলকের ন্যায়, বরং ওর চেয়েও সত্ত্বর।
(সূরা নাহল, ১৬ : ৭৭) মহিমাবিত আল্লাহ অন্যত্র বলেন :

یَوْمَ یَدْعُوْکُمْ فَتَسْتَجِیْبُوْنَ بِحَمْدِهِ. وَتَظُنُّوْنَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِیْلًا

যেদিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন এবং তোমরা প্রশংসার সাথে তাঁর
আহ্বানে সাড়া দিবে এবং তোমরা মনে করবে, তোমরা অল্পকালই অবস্থান
করেছিলে। (সূরা ইসরা, ১৭ : ৫২) মোট কথা, হুকুমের সাথে সাথে সবাই
একত্রিত হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন :

اَلْیَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا کُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ
প্রতি যুল্ম করা হবেনা, বরং তোমরা যা করতে শুধু তারই প্রতিফল দেয়া হবে।

৫৫। এ দিন জান্নাতবাসীরা
আনন্দে মগ্ন থাকবে।

۵۵. اِنَّ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْیَوْمَ

فِیْ شَغْلِ فِکْهُوْنَ

৫৬। তারা এবং তাদের সঙ্গিনীরা সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে।	৫৬. هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ
৫৭। সেখানে থাকবে তাদের জন্য ফল-মূল এবং থাকবে যা তারা ফরমায়েশ করবে।	৫৭. هُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ وَهُمْ مَا يَدْعُونَ
৫৮। পরম দয়ালু রবের পক্ষ হতে তাদেরকে বলা হবে 'সালাম'।	৫৮. سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ

জান্নাতীদের জীবন

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, জান্নাতীরা কিয়ামাতের মাইদান হতে মুক্ত হয়ে সসম্মানে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং সেখানের বিবিধ নি'আমাত ও শান্তির মধ্যে এমনভাবে মগ্ন থাকবে যে, অন্য কোন দিকে না তারা আক্ষেপ করবে, আর না তাদের অন্য কিছুর প্রতি খেয়াল থাকবে। হাসান বাসরী (রহঃ) এবং ইসমাঈল ইব্ন আবী খালিদ (রহঃ) বলেন : তারা জাহান্নামের আযাবের কষ্ট থেকে রক্ষা পেয়ে নিশ্চিত থাকবে। তারা নিজেদের ভোগ্য জিনিসের মধ্যে এমনভাবে মগ্ন থাকবে যে, জাহান্নামীরা কে কিভাবে থাকবে তার কোন খবরই তারা রাখবেনা। তারা অত্যন্ত আনন্দ মুখর থাকবে।

তারা কুমারী হ্র লাভ করবে। তাদের সাথে তারা আমোদ-অহ্লাদে লিপ্ত থাকবে। এই আমোদ-অহ্লাদ ও আনন্দের মধ্যে তাদের স্ত্রীরা ও হরেরাও शामिल থাকবে। জান্নাতী ফলমূল বিশিষ্ট বৃক্ষাদির সুশীতল ছায়ায় তারা আরামে সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে এবং পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে তারা আপ্যায়িত হবে। প্রত্যেক প্রকারের ফল-মূল তাদের কাছে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকবে। তাদের মন যে জিনিস চাবে তাই তারা পাবে।

عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ আসনে হেলান দিয়ে বসবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ),

মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং খুসাইফ (রহঃ) প্রমুখ **الْأَرَاءِكُ** সম্পর্কে বলেন যে, ইহা হচ্ছে জান্নাতের বাগানে পেতে রাখা আরামদায়ক আসন। (তাবারী ২০/৫৩৯, ৫৪০) মহান আল্লাহ বলেন :

سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ পরম দয়ালু রবের পক্ষ হতে তাদেরকে বলা হবে 'সালাম'। ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, আল্লাহ নিজেই শান্তি, তাঁর পক্ষ থেকে তিনি জান্নাতীদের উপর শান্তি বর্ষণ করবেন। নিম্নের আয়াত থেকেও ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) এ ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া যায় :

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ

যেদিন তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে সেদিন তাদের প্রতি অভিবাদন হবে 'সালাম'। (সূরা আহযাব, ৩৩ : ৪৪)

৫৯। আর হে অপরাধীরা! তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও।	৫৯. وَأَمْتَرُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمَجْرُمُونَ
৬০। হে বানী আদম! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শাইতানের দাসত্ব করনা, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?	৬০. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَىءَ آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ
৬১। আর আমার ইবাদাত কর, এটাই সরল পথ?	৬১. وَأَنْ أَعْبُدُونِي ۚ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

৬২। শাইতানতো তোমাদের
বহু দলকে বিভ্রান্ত করেছিল,
তবুও কি তোমরা বুঝনি?

ۖۡ. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا
كَثِيرًا ۖ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ

কিয়ামাত দিবসে কাফিরদেরকে মু'মিনদের থেকে পৃথক করা হবে

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, সৎ লোকদের থেকে অসৎ লোকদেরকে পৃথক করে দেয়া হবে। বলা হবে :

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَائُمْ
فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ

যেদিন আমি মুশরিকদেরকে একত্রিত করব, অতঃপর বলব : তোমরা ও তোমাদের নিরূপিত শরীকরা স্ব স্ব স্থানে অবস্থান কর, অতঃপর আমি তাদের মধ্যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে দিব। (সূরা ইউনুস, ১০ : ২৮) আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন :

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِئذٍ يَنفَرُ قَوْمٌ

যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। (সূরা রুম, ৩০ : ১৪) অন্যত্র বলেন :

يَوْمِئِذٍ يَصَّدَّعُونَ

সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। (সূরা রুম, ৩০ : ৪৩) অর্থাৎ লোকদেরকে দুই দলে ভাগ করা হবে।

أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ. مِنْ دُونِ اللَّهِ
فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ

(বলা হবে) একত্রিত কর যালিম ও তাদের সহচরদেরকে এবং তাদেরকে যাদের ইবাদাত করত আল্লাহর পরিবর্তে এবং তাদেরকে ধাবিত কর জাহান্নামের পথে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ : ২২-২৩)

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

জান্নাতীদের উপর যেমনভাবে নানা প্রকারের দয়া-দাক্ষিণ্য করা হবে তেমনই কাফিরদের উপর নানা প্রকারের কঠোরতা অবলম্বন করা হবে। ধমক ও শাসন-গর্জনের সুরে তাদেরকে বলা হবে : ওহে আদম সন্তান! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দিইনি যে, তোমরা শাইতানের দাসত্ব করনা, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? কিন্তু এতদসত্ত্বেও তোমরা পরম দয়ালু আল্লাহর অবাধ্যাচরণ করেছ এবং শাইতানের আনুগত্য করেছ। সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা এবং আহরদাতা হলাম আমি, আর আনুগত্য করা হবে আমার দরবার হতে বিতাড়িত শাইতানের?

وَأَنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

শুধু আমাকেই মানবে এবং শুধুমাত্র আমারই ইবাদাত করবে। আমার কাছে পৌঁছার সঠিক, সরল ও সোজা পথ এটাই।

لَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبَلًّا كَثِيرًا

করেছে ও সঠিক পথ হতে সরিয়ে দিয়েছে। আর শাইতানের পরামর্শ গ্রহণ করে তোমাদের অধিকাংশ চলেছ উল্টা পথে। সুতরাং এখানেও উল্টাভাবেই থাক। সৎ লোকদের ও তোমাদের পথ পৃথক হয়ে গেল। তারা জান্নাতী এবং তোমরা জাহান্নামী।

أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ

ফাইসালা করতে পারতে যে, পরম দয়ালু আল্লাহকে মানবে, না শাইতানকে মানবে? শরীকবিহীন সৃষ্টিকর্তার ইবাদাত করবে, নাকি সৃষ্টির উপাসনা করবে?

৬৩। এটা সেই জাহান্নাম যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল।

٦٣. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

৬৪। আজ তোমরা এতে প্রবেশ কর; কারণ তোমরা একে অবিশ্বাস করেছিলে।

٦٤. أَصَلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

<p>৬৫। আমি আজ এদের মুখে মোহর লাগিয়ে দিব। এদের হাত কথা বলবে আমার সাথে এবং এদের পা সাক্ষ্য দিবে এদের কৃতকর্মের।</p>	<p>٦٥. الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ</p>
<p>৬৬। আমি ইচ্ছা করলে এদের চক্ষুগুলিকে লোপ করে দিতে পারতাম, তখন এরা পথ চলতে চাইলে কি করে দেখতে পেত?</p>	<p>٦٦. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ</p>
<p>৬৭। এবং আমি ইচ্ছা করলে এদেরকে স্ব স্ব স্থানে বিকৃত করে দিতে পারতাম, ফলে এরা চলতে পারতনা এবং ফিরেও আসতে পারতনা।</p>	<p>٦٧. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ</p>

কিয়ামাত দিবসে কাফিরদের যবান সীল করে দেয়া হবে

জ্বলন্ত, শিখায়ুক্ত ও বিকট চীৎকার করা অবস্থায় জাহান্নাম সামনে আসবে এবং কাফিরদেরকে বলা হবে :

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ এটা ঐ জাহান্নাম আল্লাহর রাসূলগণ যার বর্ণনা দিতেন, যার থেকে তাঁরা ভয় দেখাতেন। কিন্তু তোমরা তাঁদেরকে অবিশ্বাস করতে ও মিথ্যাবাদী বলতে।

اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ সুতরাং এখন তোমরা তোমাদের কুফরীর স্বাদ গ্রহণ কর। ওঠো, এর মধ্যে বাঁপিয়ে পড়। যেমন মহিমাম্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন :

يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا. هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ.
أَفَسِحْرٌ هَٰذَا أَمْ أَنتُمْ لَا تَبْصُرُونَ

যেদিন তাদেরকে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের আগুনের দিকে, (বলা হবে) এটাই সেই আগুন যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করত। এটা কি যাদু? না কি তোমরা দেখছনা? (সূরা তুর, ৫২ : ১৩-১৫)

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

কিয়ামাতের দিন যখন কাফির ও মুনাফিকরা নিজেদের পাপ অস্বীকার করবে এবং ওর উপর শপথ করবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের মুখ বন্ধ করে দিবেন এবং তাদের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি সত্য সাক্ষ্য দিতে শুরু করবে।

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন, আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : একদা আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ছিলাম, হঠাৎ তিনি হেসে উঠলেন, এমন কি তাঁর দাঁতের মাড়ি পর্যন্ত দেখা গেল। অতঃপর তিনি বললেন : আমি কেন হাসলাম তা তোমরা জান কি? উত্তরে আমরা বললাম : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামই খুব ভাল জানেন। তিনি তখন বললেন : কিয়ামাতের দিন বান্দা তার রবের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারটাই আমাকে হাসিয়েছে। সে বলবে : হে আমার রাব্ব! আপনি কি আমাকে যুল্ম হতে রক্ষা করবেননা? আল্লাহ তা'আলা উত্তর দিবেন : হ্যাঁ, অবশ্যই। বান্দা তখন বলবে : তাহলে আমি ছাড়া আমার বিপক্ষে কোন সাক্ষ্যদানকারীর সাক্ষ্য আমি স্বীকার করবনা। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন : আচ্ছা, ঠিক আছে, তাই হবে। তুমি নিজেই তোমার সাক্ষী হবে এবং আমার সম্মানিত লিপিকার মালাইকা/ফেরেশতারা সাক্ষী হবে। তৎক্ষণাৎ তার মুখের উপর মোহর লাগিয়ে দেয়া হবে এবং তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে বলা হবে : তোমরা নিজেরাই সাক্ষ্য দাও যা সে করেছে। তারা তখন স্পষ্টভাবে প্রত্যেক কাজের কথা বলে দিবে, যা সে করেছে। তারপর তার মুখ খুলে দেয়া হবে। সে তখন নিজের দেহের জোড়া এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে বলবে : তোমাদের জন্য অভিশাপ! তোমাদেরকে বাঁচানোর জন্যইতো আমি ঐসব করেছিলাম এবং তোমাদেরই উপকারার্থে তর্ক-বিতর্ক করছিলাম। (মুসলিম ৪/২২৮০, নাসাঈ ৬/৫০৮)

আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ) বলেন যে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা‘আলা মু‘মিনকে ডেকে তার সামনে তার পাপ পেশ করে বলবেন : এটা কি ঠিক? সে উত্তরে বলবে : হে আমার রাব্ব! হ্যাঁ, অবশ্যই আমি এ কাজ করেছি। আল্লাহ তা‘আলা তখন তার পাপরাশি ক্ষমা করে দিবেন এবং তিনি এগুলো গোপন করে রাখবেন। তার একটি পাপও সৃষ্টজীবের কারও কাছে প্রকাশিত হবেনা। অতঃপর তার সৎ আমলগুলি নিয়ে আসা হবে এবং সমস্ত মাখলূকের সামনে ওগুলো খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করে দেয়া হবে। অতঃপর কাফির ও মুনাফিককে আহ্বান করা হবে এবং তাকে বলা হবে : তুমি এসব কাজ করেছিলে কি? তখন সে অস্বীকার করে বলবে : হে আমার রাব্ব! আপনার মর্যাদার শপথ! আপনার এই মালাক/ফেরেশতা এমন কিছু লিখেছেন যা আমি করিনি। তখন ঐ মালাক/ফেরেশতা বলবেন : তুমি কি এ কাজ অমুক দিন অমুক জায়গায় করনি? সে জবাব দিবে : না, হে আমার রাব্ব! আপনার ইয্যাতের শপথ! আমি এটা করিনি। যখন সে এ কথা বলবে তখন আল্লাহ তার মুখ বন্ধ করে দিবেন। আবু মূসা (রাঃ) বলেন, আমার ধারণায় সর্বপ্রথম তার ডান উরু তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। অতঃপর তিনি নিম্নের এই আয়াতটি পাঠ করেন।

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا

يَكْسِبُونَ আমি আজ এদের মুখে মোহর লাগিয়ে দিব। এদের হাত কথা বলবে আমার সাথে এবং এদের পা সাক্ষ্য দিবে এদের কৃতকর্মের। (তাবারী ২০/৫৪৪) এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ

ইচ্ছা করলে তাদের চক্ষুগুলিকে নষ্ট করে দিতে পারতাম, তখন তারা সৎ পথে চলতে চাইলে কি করে দেখতে পেত? আর আমি যদি ইচ্ছা করতাম তাহলে তাদেরকে তাদের নিজেদের স্থানে বিকৃত করে দিতে পারতাম। তাদের চেহারা পরিবর্তন করে দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দিতাম, তাদেরকে পাথর বানিয়ে দিতাম এবং তাদের পা ভেঙ্গে দিতাম।

فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ফলে তখন তারা চলতে পারতনা।

অর্থাৎ তারা সামনেও যেতে পারতনা এবং পিছনেও ফিরে আসতে পারতনা। বরং মূর্তির মত একই জায়গায় বসে থাকত।

৬৮। আমি যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি তার স্বাভাবিক গঠনে অবনতি ঘটাই। তবুও কি তারা বুঝেনা?	٦٨. وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ
৬৯। আমি তাকে কাব্য রচনা করতে শিখাইনি এবং এটা তার পক্ষে শোভনীয় নয়। ইহাতো শুধু উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন।	٦٩. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُبِينٌ
৭০। যাতে সে সতর্ক করতে পারে জীবিতদেরকে এবং যাতে কাফিরদের বিরুদ্ধে শাস্তির কথা সত্য হতে পারে।	٧٠. لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَتَحَقِّقَ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ

আল্লাহ তা‘আলা বানী আদম সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, তাদের যৌবনে যেমন ভাটা পড়তে থাকে তেমনিভাবে তাদের বার্ধক্য, দুর্বলতা ও শক্তিহীনতা এসে পড়ে। যেমন আল্লাহ তাবাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন :

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ

তিনিই আল্লাহ! যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন দুর্বল অবস্থায়; দুর্বলতার পর তিনি দেন শক্তি, শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। (সূরা রুম, ৩০ : ৫৪) অন্য একটি আয়াতে রয়েছে :

وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا

এবং তোমাদের মধ্যে কেহকে কেহকে প্রত্যাবৃত্ত করা হয় হীনতম বয়সে, যার ফলে তারা যা কিছু জানত সেই সম্বন্ধে তারা সজ্ঞান থাকেনা। (সূরা হাজ্জ, ২২ :

৫) সুতরাং আয়াতের ভাবার্থ এই যে, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী ও স্বল্প সময়ের আবাস স্থল। এ দুনিয়া চিরস্থায়ী নয়। أَفَلَا يَعْقِلُونَ তবুও কি এ লোকগুলো এ জ্ঞান রাখেনা যে, তারা নিজেদের শৈশব ও যৌবন পার করে ধূসর চুলের বার্ধক্যে উপনীত হয়েছে এবং এরপরেও কি তারা হৃদয়ঙ্গম করেনা যে, এই দুনিয়ার পরে আখিরাত আসবে এবং এই জীবনের পরে আবার নবজীবন লাভ করবে?

আল্লাহ তাঁর নাবীকে কবিতা শিক্ষা দেননি

এরপর মহান আল্লাহ বলেন : وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ আমি রাসূলকে কাব্য রচনা করতে শিখাইনি এবং কাব্য রচনা তার পক্ষে শোভনীয়ও নয়। কবিতার প্রতি তার ভালবাসা নেই এবং কোন আকর্ষণও নেই। এর প্রমাণ তার জীবনেই প্রকাশমান যে, তিনি কোন কবিতা পাঠ করলে তা সঠিকভাবে শেষ করতে পারতেননা এবং তা পুরোপুরিভাবে তাঁর মুখস্থও থাকতনা।

ইমাম বাইহাকী (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্বাস ইব্ন মিরদাস সুলামীকে (রাঃ) বলেন : তুমিহিতো أَتَجْعَلُ نَهْبِي وَنَهْبَ الْعَبِيدِ بَيْنَ الْأَقْرَعِ وَعَبِيَّةَ এ কবিতাংশটি বলেছ? উত্তরে আব্বাস ইব্ন মিরদাস (রাঃ) বলেন : بَيْنَ لَعْبِيَّةَ وَلَا أَقْرَعِ এইরূপ হবে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : সবই সমান। অর্থাৎ অর্থের দিক দিয়ে দুটো একই। (দায়ায়িলুল নুবুওয়াহ ৫/১৮১, মুসলিম ২৪৪৩) তাঁর উপর আল্লাহর দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। ইহা এ জন্য যে, আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন বলা হয়েছে :

لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবেনা। সম্মুখ হতেও নয়, পশ্চাৎ হতেও নয়; এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসাহ আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৪২) এটি কবিতার কোন পংক্তি নয় যা কাফির কুরাইশরা দাবী করত। এটি কোন যাদুবিদ্যা, তন্ত্র-মন্ত্র কিংবা পাঠ করার জন্য কোন হেয়ালী বাক্যও নয়, যেমনটি বিভিন্ন বিপথগামী মূর্খ লোকেরা মন্তব্য করত। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রকৃতগতভাবেই কোন কবিতা মুখস্ত করে মনে রাখতে

পারতেননা এবং তাঁর জন্য এটা আল্লাহর তরফ থেকে নিষেধও করা ছিল। মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ আমি রাসূলকে কাব্য রচনা করতে শিখাইনি এবং এটা তার পক্ষে শোভনীয় নয়। এটাতো শুধু এক উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন। যে ব্যক্তি এ সম্পর্কে সামান্য পরিমাণও চিন্তা করবে তার কাছেই এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ এটা এ জন্যই যে, দুনিয়ায় জীবিত থাকা অবস্থায় তিনি লোকদেরকে সতর্ক করতে পারেন। যেমন মহান আল্লাহ সুবহানাহ বলেন :

لَا نُذِرْكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ

যেন আমি তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এটি পৌঁছবে তাদের সকলকে এর দ্বারা সতর্ক করি। (সূরা আন'আম, ৬ : ১৯) মহামহিমাম্বিত আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন :

وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالْنَارُ مَوْعِدُهُ

আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ইহা (কুরআন) অমান্য করবে, জাহান্নাম হবে তার প্রতিশ্রুত স্থান। (সূরা হুদ, ১১ : ১৭) এই কুরআন এবং নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফরমান তাদের জন্য ক্রিয়াশীল ও ফলদায়ক হবে যাদের অন্তর জীবিত এবং ভিতর পরিষ্কার। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : যাদের জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে। (তাবারী ২০/৫৫০)

وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ আর শাস্তির কথাতো কাফিরদের উপর বাস্তবায়িত হয়েছে। অতএব, কুরআনুল কারীম মু'মিনদের জন্য রাহমাত স্বরূপ এবং কাফিরদের উপর সাক্ষী স্বরূপ।

৭১। তারা কি লক্ষ্য করেনা যে, নিজ হতে সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে তাদের জন্য আমি সৃষ্টি করেছি গৃহ পালিত জন্তু এবং তারাই ওগুলির অধিকারী।

۷۱. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ

<p>৭২। এবং আমি ওগুলিকে তাদের বশীভূত করেছি। ওগুলির কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা আহার করে।</p>	<p>۷۲. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ</p>
<p>৭৩। তাদের জন্য ওগুলিতে রয়েছে বহু উপকারিতা, আর আছে পানীয় বস্তু। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞ হবেনা?</p>	<p>۷۳. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ</p>

গৃহপালিত পশুতেও রয়েছে আল্লাহর নিদর্শন

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় ইনআম ও ইহসানের বর্ণনা দিয়েছেন যে, তিনি চতুস্পদ জন্তুগুলো সৃষ্টি করে ওগুলো মানুষের অধিকারভুক্ত করে দিয়েছেন। একটি ছোট ছেলেও উটের লাগাম ধরে তাকে থামিয়ে দিতে পারে। ওদেরকে মানুষের অধীন করে দিয়েছেন। ফলে মানুষ ওদেরকে যে দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যায় সেই দিকেই ওরা চলতে থাকে; কোন প্রতিবাদ, প্রতিরোধ করেনা। এমন কি একটি শিশুও যদি একটি পূর্ণ বয়স্ক উটকে বসতে বলে তাহলে সে বসে পড়ে, উঠতে বললে উঠে দাঁড়ায় এবং চলতে বললে হাটতে শুরু করে। যেভাবে যা করতে হবে তা ইশারা করলেই সে তা করতে থাকে। এমনকি কোন কাফিলায় যদি এক শতটি উট থাকে এবং তা যদি একটি ছোট বাচ্চা ছেলে হাঁকিয়ে নিয়ে যায় তা উটেরা শান্তভাবে মেনে নিয়ে চলতে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন :

فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ এগুলোর কতককে মানুষ তাদের বাহন করে থাকে। তাদের পিঠে আরোহণ করে তারা বহু দূরের পথ অতিক্রম করে এবং তাদের আসবাবপত্রও তাদের পিঠের উপর চাপিয়ে থাকে। আর কতকগুলোর গোশত তারা আহার করে।

وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ অতঃপর ওগুলোর পশম, চামড়া ইত্যাদি দ্বারা বহু উপকার লাভ হয়। তারা ওগুলোর দুধও পান করে। আবার ওগুলোর প্রস্রাবও ওষুধ রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এছাড়াও আরও বহু উপকার তারা পায়।

أَفَلَا يَشْكُرُونَ এর পরেও কি আল্লাহর এই নি‘আমাতগুলির জন্য তাঁর প্রতি

তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত নয়? তাদের কি উচিত নয় যে, তারা শুধু এগুলির সৃষ্টিকর্তারই ইবাদাত করবে, তাঁর একাত্মবাদকে মেনে নিবে এবং তাঁর সাথে অন্য কেহকেও শরীক করবেনা?

৭৪। তারাতো আল্লাহর পরিবর্তে অন্য মা'বুদ গ্রহণ করেছে এ আশায় যে, তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে।	৭৪. وَأَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ ءَالِهَةً لَّعَلَّهُم يَنْصُرُونَ
৭৫। কিন্তু এসব ইলাহ তাদের সাহায্য করতে সক্ষম নয়, তাদেরকে তাদের বাহিনী রূপে উপস্থিত করা হবে।	৭৫. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ هُم جُنْدٌ مُحْضَرُونَ
৭৬। অতএব তাদের কথা তোমাদের যেন দুঃখ না দেয়। আমি তো জানি যা তারা গোপন করে এবং যা তারা ব্যক্ত করে।	৭৬. فَلَا تَحْزَنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ

মুশরিকদের দেবতারা নিজেদেরকেও রক্ষা করতে পারেনা

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের ঐ বাতিল আকীদাহকে খণ্ডন করছেন যা তারা তাদের বাতিল মা'বুদদের উপর পোষণ করত। তারা এই আকীদাহ বা বিশ্বাস রাখত যে, আল্লাহ ছাড়া যাদের তারা ইবাদাত করছে তারা তাদের সাহায্য করবে, তারা তাদের তাকদীরে বারাকাত আনয়ন করবে এবং তাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করাবে।

لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তাদের এসব মা'বুদ তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম নয়। তাদেরকে সাহায্য করাতো দূরের কথা, তারা এতই দুর্বল, ক্ষমতাহীন ও মূল্যহীন যে, তারা নিজেদেরই কোন সাহায্য করতে পারেনা। এমন কি এই মূর্তিগুলো তাদের শত্রুদের আক্রমণ হতে নিজেদেরকেও রক্ষা করতে পারেনা। কেহ এসে যদি তাদেরকে ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলে তবুও তারা তার কোনই ক্ষতি করতে সক্ষম নয়। তারাতো কথাও

বলতে পারেনা। কোন বোধ শক্তিও তাদের নেই।

وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحَضَّرُونَ এই মূর্তিগুলো কিয়ামাতের দিন জনগণের হিসাব গ্রহণের সময় নিজেদের উপাসকদের সামনে অত্যন্ত অসহায় ও নিরুপায় অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে যাতে মুশরিকদের পুরোপুরি লাঞ্ছনা ও অপমান প্রকাশ পায়। আর তাদের উপর ফাইসাল পুরা হয়।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে : মূর্তিগুলোতো তাদের কোন প্রকারেরই সাহায্য করতে পারেনা, তবুও এই নির্বোধ মুশরিকরা তাদের সামনে এমনভাবে বিদ্যমান থাকছে, যেন তারা কোন জীবন্ত সেনাবাহিনী। অথচ এগুলো তাদের কোন উপকারও করতে পারেনা এবং কোন বিপদাপদ দূর করতে সক্ষম নয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এই মুশরিকরা তাদের নামে জীবন বিসর্জন দিচ্ছে। তারা এগুলোর বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বললে তার সাথে লড়াই করছে। হাসান বাসরীও (রহঃ) অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।

রাসূলকে (সাঃ) আল্লাহর সান্ত্বনা দান

মহামহিমাবিত আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন : فَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ হে নাবী! তাদের প্রত্যাখ্যান করা তোমাকে যেন দুঃখ না দেয়। আমি তো জানি যা তারা গোপন করে এবং যা তারা ব্যক্ত করে। সময় আসছে। পুংখানপুংখভাবে আমি তাদেরকে প্রতিফল প্রদান করব।

<p>৭৭। মানুষ কি দেখেনা যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্র বিন্দু হতে? অথচ পরে সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী।</p>	<p>۷۷. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ</p>
<p>৭৮। আর সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়; বলে : অস্থিতে কে প্রাণ সঞ্চার</p>	<p>۷۸. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ</p>

করবে যখন ওটা পচে গলে যাবে?	وَهِيَ رَمِيمٌ
৭৯। বল : ওর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি ওটা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক অবগত।	۷۹. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ
৮০। তিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হতে আগুন উৎপাদন করেন এবং তোমরা ওটা দ্বারা প্রজ্জ্বলিত কর।	۸۰. الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقَدُونَ

মৃত্যুর পর কিয়ামাত দিবসে পুনর্জন্ম অস্বীকারকারীদের দাবী খন্ডন

মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), উরওয়া ইব্ন যুবাইর (রহঃ), সুদী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, একদা অভিশপ্ত উবাই ইব্ন খালফ একটি শুকনা হাড় হাতে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসে। সে হাড়িটি ভাঙছিল এবং ওর গুড়াগুলি বাতাসে উড়াচ্ছিল। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে : হে মুহাম্মাদ! বল তো, এগুলিতে কি আল্লাহ পুনর্জীবন দান করবেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : হ্যাঁ। আল্লাহ তা‘আলা তোমাকে মৃত্যু দিবেন। এরপর তোমাকে তিনি পুনর্জীবিত করবেন এবং তোমার হাশর হবে জাহান্নামে। ঐ সময় এই সূরার শেষের এই আয়াতগুলি (৭৭-৮৩) অবতীর্ণ হয়। অন্য রিওয়াযাতে ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, জরাজীর্ণ পুরানো হাড়টি নিয়ে আগমনকারী লোকটি ছিল আস ইব্ন ওয়াইল। সে ওটি পাহাড়ের পাদদেশ হতে সংগ্রহ করেছিল এবং ওটি ভেঙ্গে গুড়া করে বলেছিল : এগুলি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ কি পুনরায় এগুলিকে জীবন

দিবেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : হ্যাঁ। আল্লাহ তোমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর তোমাকে জীবন দিবেন এবং এরপর তোমাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। অতঃপর এই সূরার শেষের আয়াতগুলি নাযিল হয়। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) থেকে ইব্ন জারীর (রহঃ) এটি বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২০/৫৫৪) যা হোক, এ আয়াতগুলি উবাই ইব্ন খালফ অথবা আস ইব্ন ওয়াইল, যার ব্যাপারেই অবতীর্ণ হোকনা কেন অথবা উভয়ের জন্য অবতীর্ণ হলেও এ আয়াতগুলি সাধারণভাবেই অবতীর্ণ হয়েছে। যে কেহ পুনরুত্থানকে অস্বীকারকারী হবে তার জন্যই এটা জবাব হবে।

أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ এ লোকগুলোর নিজেদের সৃষ্টির সূচনার প্রতি চিন্তা করা উচিত যে, তাদেরকে এক ঘৃণ্য ও তুচ্ছ শুক্রবিন্দু হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। এর পূর্বে তাদের কোন অস্তিত্বই ছিলনা। এর পরেও মহামহিমাম্বিত আল্লাহর অসীম ক্ষমতাকে অস্বীকার করার কি অর্থ হতে পারে? মহান আল্লাহ এ বিষয়টিকে আরও বহু আয়াতে বর্ণনা করেছেন। যেমন এক জায়গায় তিনি বলেন :

أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ. فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ

আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি হতে সৃষ্টি করিনি? অতঃপর আমি তা স্থাপন করেছি নিরাপদ আধারে। (সূরা মুরসালাত, ৭৭ : ২০-২১) অন্য এক জায়গায় বলেন :

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ

আমিতো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু হতে। (সূরা ইনসান, ৭৬ : ২) বিশর ইব্ন জাহহাশ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় হস্তে থুথু ফেলেন। অতঃপর তিনি তাতে অঙ্গুলী রেখে বলেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন : হে আদম সন্তান! তোমরা কি আমাকে অপারগ ও শক্তিহীন করতে পার? আমি তোমাদেরকে এরূপ (থুথুর মত তুচ্ছ) জিনিস হতে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তোমাদেরকে এরূপ আকৃতিতে গঠন করেছি। তারপর তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে চলাফিরা করতে শুরু করেছ এবং ধন-সম্পদ জমা করতে ও দরিদ্রদেরকে সাহায্যদানে বিরত থাকছ। অতঃপর প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয়েছে তখন বলতে শুরু করেছ : এখন আমি আমার সম্পদ আল্লাহর পথে সাদাকাহ করতে চাই। কিন্তু সাদাকাহ করার ব্যাপারে অনেক দেরী হয়ে

গেছে (আহমাদ ৪/২১০, ইব্ন মাজাহ ২/৯০৩)

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُخْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ তারা এখন ঐ মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর শক্তিকে অস্বীকার করেছে যিনি আসমান, যমীন এবং সমস্ত মাখলুক সৃষ্টি করেছেন। যদি তারা চিন্তা করত তাহলে এই আযীমুশশান মাখলুকের সৃষ্টি ছাড়াও নিজেদেরই জন্মলাভকে আল্লাহ তা'আলার দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করার ক্ষমতার এক বড় নিদর্শন রূপে দেখতে পেত। কিন্তু তাদের জ্ঞান চক্ষুর উপর পর্দা পড়ে গেছে। মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন :

قُلْ يُخْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ হে নাবী! তুমি তাদেরকে বল : এই অস্থিতে প্রাণ সঞ্চয় করবেন তিনিই যিনি এটা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক অবগত। শরীরের কোন্ অংশ পৃথিবীর কোথায় মিশে গেছে অথবা মিলিয়ে গেছে তা সবই তাঁর জানা আছে।

মুসনাদ আহমাদে বর্ণিত আছে যে, রিব'ই (রহঃ) বলেন : একদা উকবাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হুযাইফাকে (রাঃ) বলেন : আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে শুনেছেন এমন কোন হাদীস আমাদেরকে শুনিয়ে দিন। তখন হুযাইফা (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : একটি লোকের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে সে তার ওয়ারিশদেরকে অসিয়ত করে যে, তারা যেন তার মৃত্যুর পর বহু কাঠ সংগ্রহ করে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দেয় এবং তাতে তার মৃত দেহকে পুড়িয়ে ভস্ম করে। তারপর যেন ঐ ভস্ম সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়। তার কথামত ওয়ারিশরা তাই করে। এরপর আল্লাহ তা'আলা তার ভস্মগুলো একত্রিত করে তাকে পুনর্জীবন দান করেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করেন : তুমি কেন এরূপ করেছিলে? সে উত্তরে বলে : আপনার ভয়ে (আমি এরূপ করেছিলাম)। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেন। উকবাহ ইব্ন আমর (রাঃ) তখন বলেন : আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এটা বলতে শুনেছি। ঐ প্রশ্নকারী ছিলেন একজন কাবর খননকারী। (আহমাদ ৫/৩৯৫)

একটি রিওয়াযাতে আছে যে, লোকটি বলেছিল : আমার ভস্মগুলো অর্ধেক বাতাসে উড়িয়ে দিবে এবং বাকি অর্ধেক সমুদ্রে ভাসিয়ে দিবে। তারা তাই করল। আল্লাহ তা'আলা সমুদ্রকে আদেশ করেন যে, সে যেন তার ভিতর থাকা ঐ

লোকের দেহভস্ম জমা করে। যমীনকেও তিনি অনুরূপ আদেশ করেন। সমুদ্রে যতগুলো ভস্ম ছিল সমুদ্র ওগুলো আল্লাহর নির্দেশক্রমে জমা করে দেয় এবং অনুরূপভাবে বাতাসও তা জমা করে। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন 'হও' ফলে লোকটি জীবিতাবস্থায় দাঁড়িয়ে যায় (শেষ পর্যন্ত)। (ফাতহুল বারী ৬/৫৯৪, মুসলিম ৪/২১১০)

তিনি الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقِدُونَ তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হতে আগুন উৎপাদন করেন এবং তোমরা ওটা দ্বারা প্রজ্জ্বলিত কর। অর্থাৎ যিনি এই সবুজ গাছপালাকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং উহা যখন নানা রকম ফল উৎপাদন করতে শুরু করেছে তখন তিনি ওকে শুকনা দাহ্য কাঠে পরিবর্তন করে দেন। কারণ তিনি যখন যা করতে মনস্থ করেন তখন তা করেন এবং তাঁকে তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে বাধা দেয়ার কেহই নেই। কাতাদাহ (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাপারে বলেন : যিনি সবুজ গাছ থেকে আগুনের দাহ্য সৃষ্টি করেন তিনি ওকে আবার জীবিত করতেও সক্ষম। বলা হয়েছে যে, এখানে যে গাছের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা হল 'মার্ক' এবং 'আফার' গাছ যা হিজাযে জন্মে। যদি কেহ আগুন জ্বালাতে চায় এবং তার সাথে যদি আগুন জ্বালানোর কোন ব্যবস্থা না থাকে তাহলে ঐ গাছের দু'টি শাখা নিয়ে একটির সাথে অপরটি ঘর্ষণ করলে আগুন জ্বলে উঠবে। সুতরাং ওটি যেন দিয়াশলাইয়ের মত। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এটি বর্ণনা করেছেন।

৮১। যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।

۸۱. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۚ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ

৮২। তাঁর ব্যাপারতো শুধু এই যে, যখন তিনি কোন কিছু

۸۲. إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ

ইচ্ছা করেন তখন বলেন 'হও', ফলে তা হয়ে যায়।	يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
৮৩। অতএব পবিত্র ও মহান তিনি যাঁর হাতে রয়েছে প্রত্যেক বিষয়ের সার্বভৌম ক্ষমতা এবং তাঁর নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।	۸۳. فَسُبْحَنَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

আল্লাহ তা'আলা নিজের ব্যাপক ও সীমাহীন ক্ষমতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি সাত আসমান এবং ওর গ্রহ-নক্ষত্রসহ সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করেছেন এবং সাত যমীনকে এবং ওর মধ্যকার পাহাড়-পর্বত, মাইদান, বালু, সমুদ্র, গাছ-পালা ইত্যাদিও তিনি সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং যিনি এত বড় ক্ষমতার অধিকারী তিনি কি মানুষের মত ছোট মাখলুককে সৃষ্টি করতে অপারগ হবেন? এটাতো জ্ঞানেরও বিপরীত কথা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ

মানব সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে কঠিনতর। (সূরা মু'মিন, ৪০ : ৫৭) এখানেও তিনি বলেন :

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ
যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে কি সমর্থ নন? আর এতে যখন তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান তখন অবশ্যই তিনি তাদেরকে তাদের মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম। যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে খুবই সহজ। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْ يَخْلُقْهُمْ
بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

তারা কি দেখেনা যে, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এ সবার সৃষ্টিতে কোন ক্লাস্তি বোধ করেননি? তিনি মৃতকে জীবন দান করতেও সক্ষম। নিশ্চয়ই তিনি সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান। (সূরা আহকাফ, ৪৬ : ৩৩)

মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। তাঁর ব্যাপার শুধু এই যে, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন শুধু ওকে বলেন : হও, ফলে ওটা হয়ে যায়। অর্থাৎ কোন কিছুর ব্যাপারে তিনি একবারই মাত্র নির্দেশ দেন, বারবার নির্দেশ দেয়ার ও তাগীদ করার কোন প্রয়োজনই তাঁর হয়না।

আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন : হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই পাণী; কিন্তু তারা ব্যতীত, যাদেরকে আমি ক্ষমা করি। সুতরাং তোমরা আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিব। তোমাদের প্রত্যেকেই অভাবী, কিন্তু তারা ব্যতীত যাদেরকে আমি ধনবান করি। আমি বড়ই দানশীল এবং আমি বড় মর্যাদাবান। আমি যা ইচ্ছা করি তাই করে থাকি। আমার ইনআম বা পুরস্কারও একটা কালাম বা কথা এবং আমার আযাবও একটা কালাম। আমার ব্যাপারতো শুধু এই যে, যখন আমি কোন কিছুর ইচ্ছা করি তখন ওকে বলি : হও, ফলে তা হয়ে যায়। (আহমাদ ৫/১৫৪) মহান আল্লাহ বলেন :

فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ অতএব পবিত্র ও মহান তিনি যাঁর হাতে রয়েছে প্রত্যেক বিষয়ের সার্বভৌম ক্ষমতা এবং তাঁর নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। সমস্ত প্রশংসা ও গুণগান সেই আল্লাহর যিনি সকল খারাবী এবং ভুল ত্রুটির উর্ধ্বে, যাঁর কর্তৃত্বে রয়েছে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সবকিছু, যাঁর কাছে সকলকে ফিরে যেতে হবে। সৃষ্টি করার ক্ষমতা এবং আদেশ দেয়ার মালিকও তিনি। তাঁরই কাছে কিয়ামাত দিবসে সকলকে হাযির করা হবে। অতঃপর তাদের আমল অনুযায়ী হয় উত্তম প্রতিদান দেয়া হবে অথবা শাস্তি ভোগ করতে হবে। তিনি ন্যায় বিচারক, তিনি মুক্ত হস্ত, উদার দাতা, তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে কখনও ভুল করেননা। যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেন :

قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ

জিজ্ঞেস কর : যদি তোমরা জান তাহলে বল সব কিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে?
(২৩ : ৮৮) আরও বলেন :

تَبْرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ

মহা মহিমাম্বিত তিনি, সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁর করায়ত্ত্ব। (৬৭ : ১)

সুতরাং مُلْكُ ও مَلَكُوتُ একই অর্থ। কেহ কেহ বলেছেন যে, ملك দ্বারা

দেহের জগত এবং مَلَكُوت দ্বারা রূহের জগতকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু প্রথমটিই সঠিক উক্তি এবং অধিকাংশ মুফাসসিরদেরও উক্তি এটাই।

হুযাইফা ইব্ন ইয়ামান (রাঃ) বলেন : একদা রাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে (তাহাজ্জুদ সালাতে) দাঁড়িয়ে যাই। তিনি সাত রাক‘আতে সাতটি লম্বা সূরা পাঠ করেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْعِزَّةِ وَالْجَبْرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعِظْمَةِ বলে তিনি রুকু’ হতে মাথা উত্তোলন করেন এবং এ কালেমাগুলি পাঠ করেন। তাঁর রুকু’ দাঁড়ানো অবস্থার মতই দীর্ঘ ছিল এবং সাজদাহও ছিল রুকু’র মতই দীর্ঘ। যখন তিনি সালাত আদায় সমাপ্ত করলেন তখন আমার পদদ্বয় ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। (আহমাদ ৫/৩৯৬)

আউফ ইব্ন মালিক আশজায়ী (রাঃ) বলেন : একদা রাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করি। তিনি সূরা বাকারাহ তিলাওয়াত করেন। রাহমাতের বর্ণনা রয়েছে এরূপ প্রতিটি আয়াতে তিনি থেমে যেতেন এবং আল্লাহ তা‘আলার নিকট রাহমাত প্রার্থনা করতেন এবং যে সমস্ত আয়াতে শাস্তির বর্ণনা রয়েছে সেখানেও তিনি থেমে যেতেন এবং আল্লাহর কাছে শাস্তি থেকে আশ্রয় চাইতেন। তারপর তিনি রুকু’ করেন এবং এটাও দাঁড়ানো অবস্থা অপেক্ষা কম সময়ের ছিলনা। রুকু’তে তিনি سُبْحَانَ ذِي الْجَبْرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعِظْمَةِ পাঠ করেন। এরপর তিনি সাজদাহ করেন এবং ওটাও প্রায় রুকু অবস্থার সমপরিমাণই ছিল এবং সাজদাহও তিনি ওটাই পাঠ করেন। তারপর দ্বিতীয় রাক‘আতে তিনি সূরা আলে-ইমরান পাঠ করেন। এভাবেই তিনি এক এক রাক‘আতে এক একটি সূরা তিলাওয়াত করেন। (আবু দাউদ ১/৫৪৪, তিরমিযী ১৬৪, নাসাঈ ২/২২৩)

সূরা ইয়াসীন -এর তাফসীর সমাপ্ত।